ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়: জীবন ও কর্ম

*ড. মো. আব্দুল মতিন

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকের বাঙালির ইতিহাস সাধনায় একজন শক্তিমান ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০)। শুধু ইতিহাসবিদ বললে ভুল হবে, তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, শিল্পরসিক, নাট্যশাস্ত্রবিদ ও বাগ্মী, যিনি বাঙালির ইতিহাসকে সাম্রাজ্যবাদী লেখকদের মসিলিপ্ত করার অসাধু উদ্যোগকে খণ্ডন করে ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকের মত যুক্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করান। সত্য নয় অথচ সত্য হিসেবে অতীত ঘটনাকে পরিগণিত করার বিজাতীয় প্রয়াস যুক্তিবাণে অপনোদন করে জাতীয় কলঙ্ক মোচনে তিনি সচেষ্ট হন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে সংস্কার বর্জিত চিন্তার আলোকে বাংলার ইতিহাস আলোচনার প্রবর্তন করেন। উনিশ শতকের বাঙালির ইতিহাস গবেষণায় প্রাধান্য পেয়েছিল প্রাচীন বাংলা ও ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনকল্পে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ ও গবেষণা। বরেন্দ্রমণ্ডলের এই ধারার শক্তিশালী প্রবক্তা হলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। তিনি মানববিদ্যার বিভিন্ন শাখায় প্রাচীন বাংলার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য এবং দর্শনে স্থায়ী অবদান রাখেন। তাঁর বিশাল রচনাশৈলীর দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায়, তিনি বিশটিরও বেশিসংখ্যক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। সমকালীন ভারতবর্ষের সেরা বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় প্রায় দু'শতাধিক প্রবন্ধ লিখে শক্তিমান লেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। *সমরসিংহ*, *সিরাজদৌলা*, *মীরকাসিম*, *সীতারাম রায়*, *গৌড়লেখমালা*, *ফিরিঙ্গি বণিক*, *রাণী ভবানী*, *ভারতশিল্পের কথা*, *অজ্ঞেয়বাদ* প্রভৃতি অক্ষয়কুমারের রচিত আঁকর ইতিহাসগ্রন্থ। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের এসব রচনা এখন প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে, বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত। ইতিহাসের এই মহান সারথীর জীবন ও কর্ম এবং অমূল্য রচনা গবেষক ও পাঠক মহলে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অবতারণা।

ভূমিকা

বাংলায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন সুদৃঢ় হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনা, জীবন দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিঘাতে বাংলায় আধুনিক ইতিহাসচর্চার উন্মেষ ঘটে। ১৮০০-১৮৭০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে বাঙালির আধুনিক ইতিহাস চেতনার উন্মেষপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। খ্যাতনামা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ছাড়িয়ে উনিশ শতকে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৮৬), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) প্রমুখ বাঙালি পণ্ডিত ইতিহাসশাস্ত্র সাধনা ও অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। উনিশ শতকের বাঙালির ইতিহাস গবেষণা বহুমাত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পথ অতিক্রম করে বিশ শতকে এসে নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পর থেকে বাংলায় ইতিহাস চেতনার আধুনিক যুগ শুরু হয়। আর এই অভিযাত্রী দলের অন্যতম স্বপ্ন সারথি হলেন বাঙালি ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। দীপেশ চক্রবর্তী লিখেছেন, 'ইতিহাসকে রীতিমত একটি গবেষণাযোগ্য বিষয় করে তুলতে বাংলায় যে দু'জন মানুষের অবদান অনস্বীকার্য অক্ষয়কুমার তাদের একজন।'[১] বাঙালির ইতিহাস উদ্ধারের এই

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

প্রয়াস বিশ শতকে এসে আরও বেগবান হয়ে উঠে। এই পুরাতাত্ত্বিক পথে বাঙালির ইতিহাস উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন অক্ষয়কুমার। একজন খ্যাতিমান লেখক হিসেবে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক অমূল্য গবেষণাকর্ম প্রকাশ করেন, যা তাঁর শ্রমসাধ্য অধীত বিদ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে।[২] মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও ইংরেজি, পালি এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল, যা তাঁর লেখনিকে সমৃদ্ধ করেছে।

জীবনীগত পরিমণ্ডল

ইতিহাসবিদ ও পুরাতত্ত্ববিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আজ প্রায় এক বিস্মৃত নাম। যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় বঙ্গসন্তান স্বজাতির প্রাচীন ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে জাতিকে আত্মপরিচয়ের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অক্ষয়কুমার তাঁদের অন্যতম। একজন বিজ্ঞানের ছাত্র ও আইনজীবী থেকে অসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন–তা বাংলার ইতিহাসে একটি বিরল দৃষ্টান্ত। অক্ষয়কুমারের জন্ম ১৮৬১ সালের ১ মার্চ (১৯ ফাল্গুন ১২৬৭) বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার শিমুলিয়া গ্রামে (তৎকালীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ নদিয়া জেলার সিমলা গ্রামে) মাতুলালয়ে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বংশগত ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল।[৩] পিতা মথুরানাথ মৈত্রেয় কুমারখালী ইংরেজি স্কুলের শিক্ষক ও পরে সরকারি চাকুরিসূত্রে রাজশাহীবাসী হন, মাতা সৌদামিনী দেবী গৃহিণী। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, 'তাঁর পিতা মথুরানাথ ও পিতৃবন্ধু হরিনাথ সাহিত্যসাধক অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-৮৬) লেখা বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করতেন এবং তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। এই আদর্শানুরাগের ফলেই তাঁর নাম রাখা হয় 'অক্ষয়কুমার'। হরিনাথই আমার এই নামকরণ করেন এবং তিনিই আমার সাহিত্যপথের গুরু'।[৪] ১৮৬৬ সালে পাঁচ বছর বয়সে পাঠশালায় হাতেখড়ি দেন পিতৃবন্ধু কাঙাল হরিনাথ। এরপর তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হরিনাথ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কুমারখালী বঙ্গ বিদ্যালয়ে। এ সময়ে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও জলধর সেন তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৮৭১ সালে অক্ষয়কুমার রাজশাহীর বোয়ালিয়া গর্ভনমেন্ট স্কুলে ভর্তি হন। এ সময় থেকেই তাঁর ইংরেজি শিক্ষার শুরু। ১৮৭৪ সালে অক্ষয়কুমার স্কুলের শিক্ষক বন্ধু শিবচন্দ্রের পিতা চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ, রামকুমার ভট্টাচার্য (পরে স্বামী রামানন্দ ভারতী) ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে উক্ত স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং রাজশাহী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭৯ সালে বোয়ালিয়া স্কুল কলেজে উন্নীত হলে সেখানে ফার্স্ট আর্টসে ভর্তি হন এবং ১৮৮০ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এফ এ করেন। এবারেও রাজশাহী বিভাগের সেরা ছাত্র হিসেবে ২০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ঐ বছরই তিনি পাবনার তাঁতিবন্দ গ্রামের হৃদকমল দেবীকে বিয়ে করেন। ১৮৮১ সালে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় তাঁর প্রথম লেখা 'নীতিশিক্ষা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ সালে বন্ধ হবার উপক্রম হলে বন্ধু জলধর সেন ও প্রসন্নচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সহযোগে দু'বছরকাল *'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'* সম্পাদনা করেন। ১৮৮৩ সালে অক্ষয় কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে বিএ পাশ করেন। ঐ কলেজেই তিনি রসায়ন শাস্ত্রে এমএসসি ক্লাশে ভর্তি হন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা হেতু রাজশাহীতে ফিরে আসেন। ঐ বছরই তাঁর প্রথম বই *'সমরসিংহ'* প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বিএল পাশ

করে রাজশাহীর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি শুরু করেন। ১৮৯০ সালে 'শিক্ষা পরিচয় সমিতি'র সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৮৯১ সালে ধর্ম্মবন্ধু পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তাঁর 'অজ্ঞেয়-বাদ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের উদ্যোগে ১৮৯২ সালে রাজশাহী এসোসিয়েশন থেকে রবীন্দ্র সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ১৮৯৫ সালে ভারতী ও সাধনা পত্রিকায় যথাক্রমে অক্ষয়কুমারের *'লালন ফকিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী'* ও *'সিরাজদ্দৌলা'* প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ সালে অক্ষয়কুমার রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠা করেন শকুন্তলা নাট্য সমিতি এবং মঞ্চস্থ হয় দুটি সংস্কৃত নাটক *'শকুন্তলা'* ও *'বেণীসংহার'*।[৫] এসময় তিনি রাজশাহীতে রেশম শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এর সম্পাদক ও পাঁচ বছরকাল অবৈতনিক অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৯৮ সালে তাঁর *'সিরাজদ্দৌলা'* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯০১ সালে শকুন্তলা নাট্য সমিতির নাম পরিবর্তন করে ভিক্টোরিয়া থিয়েটার পার্টি রাখেন এবং সংস্কৃত নাটকের পরিবর্তে বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেন। এজন্য তিনি তিনটি নাটক রচনা করেন, *'বাসবদত্তা'*, *'আবাহন'* ও *'আশা'*। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জনের আগমন উপলক্ষে রচনা প্রকাশ করেন, *'Gour under the Hindus'* পুস্তিকা। ১৯০৪ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। অক্ষয়কুমার ১৯১০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কুমার শরৎকুমার রায় ও রমাপ্রসাদ চন্দের সহযোগিতায় *'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'* প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১২ সালে অক্ষয়কুমারের বাংলার ইতিহাসের আকরগ্রন্থ *'গৌড়লেখমালা'* প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ সালে তিনি *'কাইজার-ই-হিন্দ'* রৌপ্যপদকে ভূষিত হন। ১৯১৬ সালে ২৪ মার্চ অক্ষয়কুমার এক বিতর্কসভায় 'অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ড' নিয়ে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ সময় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন লর্ড কারমাইকেল এবং ১৯১৯ সালের ২৭ নভেম্বর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন লর্ড রোনাল্ডশে। এ উপলক্ষে দু'বারই অক্ষয়কুমার ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন। ১৯১৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অক্ষয়কুমার 'A Note on Paharpur Mound' শিরোনামে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পক্ষে প্রতিবেদন প্রদান করেন। ১৯২০ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'সি আই ই' উপাধি প্রদান করে। ১৯২৩ সালের ১ মার্চ পাহাড়পুর খননের পূর্বে তিনি বক্তৃতা প্রদান ও নিজ হাতে কোদাল চালিয়ে খনন কাজের উদ্বোধন করেন। ১৯২৭ সালের ১৮ মার্চ কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে 'Ancient Monuments of Varendra' বিষয়ে আলোকচিত্র সহযোগে বক্তৃতা দেন। ১৯৩০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সোমবার (২৭ মাঘ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) ভোর ৬.৪০ মিনিটে রাজশাহীস্থ নিজ বাসভবনে ইতিহাসের এই মহান সারথির জীবনাবসান ঘটে। ঐ দিন রাজশাহী শহরের সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়।

কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু ও সংক্ষিপ্তসার

ইতিহাস অন্বেষণ ও অনুশীলনে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের গবেষণা বহুমাত্রিক পথে পরিচালিত হয়েছে। ইতিহাসের জ্ঞানকে মূলানুগ, গভীর এবং বিশেষায়িত করার জন্য ঐতিহাসিককে গবেষণার ক্ষেত্রে কাল বিভাজনের রেখায় সীমায়িত করতে হয়।[৬] অক্ষয়কুমারও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর ইতিহাস অনুসন্ধান ও গবেষণাকর্মের বিষয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়– **প্রথমত**, প্রাচীন ভারত ও বাংলার ইতিহাস, **দ্বিতীয়ত**, ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব ও বিশেষ করে

বাংলার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা (প্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রা, তাম্রশাসন, মূর্তি ও প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের বিবরণ) এবং **তৃতীয়ত**, প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠার পর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, কুমার শরৎকুমার রায়, ননীগোপাল মজুমদার, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বাংলার পুরাতন শিল্প-গৌরবের চর্চা শুরু করেছিলেন।[৭] শীঘ্রই সমিতি অনুসন্ধানলব্ধ এবং পূর্বাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য একত্র করে *'গৌড় বিবরণ'* নামক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিতব্য গ্রন্থ সংঙ্কলনের প্রয়োজন অনুভব করে। ৮ ভাগে এই বিবরণ গ্রন্থনার পরিকল্পনা হয়–(১) রাজমালা, (২) শিল্পকলা, (৩) বিবরণমালা, (৪) লেখমালা, (৫) গ্রন্থমালা, (৬) জাতিতত্ত্ব, (৭) শ্রীমূর্তিতত্ত্ব এবং (৮) উপাসকসম্প্রদায়। এরই অংশ হিসেবে ১৯১২ সালে রমাপ্রসাদ চন্দের *'গৌড়রাজমালা'* এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের *'গৌড়লেখমালা'* প্রকাশিত হয়ে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে।[৮] এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে অক্ষয়কুমার একাধিক গ্রন্থ, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ রচনা, প্রত্নবস্তুর ক্যাটালগ তৈরি, যাদুঘর নির্মাণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। আইনব্যবসা ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ডিরেক্টরের কাজের পাশাপাশি তিনি ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও গ্রন্থ রচনা করেন। অক্ষয়কুমারের প্রথম প্রবন্ধ *নীতিশিক্ষা* প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকাতে*। ১৮৮৩ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ *'সমরসিংহ'*, ১৮৯৮ সালে *সিরাজদ্দৌলা* এবং ১৯১২ সালে *গৌড়লেখমালা* প্রকাশিত হয়। *সিরাজদ্দৌলা* এবং *গৌড়লেখমালা* গ্রন্থ দু'টি অক্ষয়কুমারের দীর্ঘ গবেষণার ফসল। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে *সিরাজদ্দৌলা* গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ ২১ জানুয়ারি ১৮৯৮ উল্লেখিত হয়েছে। গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে লেখা হয়েছিল, *This Historical Sketch is Dedicated to Henery Beveridge Esq.C.S. An humble token of the Author's Sincere esteem and great regard.* এ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য ছিল, 'যে মহাত্মার পূণ্যনামে এই ক্ষুদ্র *ঐতিহাসিক চিত্র* উৎসর্গীকৃত হইল, তিনি বহু বৎসর এ দেশের বিলুপ্ত ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধারকার্য্যে কায়মনে নিযুক্ত থাকিয়া, সম্প্রতি জীবনসন্ধ্যায় জন্মভূমির গৌরবোজ্জ্বল শান্তশীতল শ্বেত দ্বীপে বিশ্রামবৃত্তি উপভোগ করিতেছেন। তিনি এদেশে থাকিবার সময়ে অনেক সহায়তা করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্বপরিচিত ভারতবাসী দরিদ্র লেখককে সম্প্রতি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, *'Shirajuddaulah was more unfortunate than wicked!'*[৯] ফজলুল হক তাঁর *'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়'* গ্রন্থে *সিরাজদ্দৌলা* গ্রন্থটি ঐতিহাসিক ম্যালেসনের নামে উৎসর্গ বলে উল্লেখ করেছেন।[১০] প্রথম সংস্করণে সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে কোন পরিশিষ্ট ছিল না। তৃতীয় সংস্করণে 'ক্লাইব-কীর্তিস্তম্ভ' প্রবন্ধটি যুক্ত হয়। ১৯১৬ সালের ২৪ মার্চ অন্ধকূপ সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভায় অক্ষয়কুমার একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি বিমলাচরণ মৈত্রেয়কৃত বঙ্গানুবাদ ১৯১৬ বা তার পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত এবং পূর্বোক্ত 'ক্লাইব-স্তম্ভকীর্তি' বর্জিত হয়। চৈত্র ১৩৩২-এ প্রকাশিত ষষ্ঠ সংস্করণে বঙ্গানুবাদের পরিবর্তে মূল ইংরেজি প্রবন্ধটি পরিশিষ্টে স্থান পায়।[১১]

১৮৯৮ সালের ১০মে রাজশাহীর বাণী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় অক্ষয়কুমারের *'সীতারাম রায়'* গ্রন্থটি এবং ১৯০৬ সালের ২৫ফেব্রুয়ারি জি, সি, বসু এণ্ড কোং থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র *'মীর কাসিম'*। মীর কাসিমের উৎসর্গ পত্রে উৎকীর্ণ হয়, 'প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবাণীর বংশধর নাটোরাধিপতি বহু মানাস্পদ শ্রীমন্মহারাজ জগদিন্দ্র নাথ রায় বাহাদুরের নামে এই ঐতিহাসিক চিত্র উৎসর্গীকৃত হইল। গ্রন্থটিতে পাঁচটি পরিশিষ্ট যুক্ত করা হয়– (ক) ইংরাজ কোম্পানীর সহিত

মীর জাফর খাঁর গুপ্ত সন্ধি পত্র; (খ) মীর কাসিম খাঁর সন্ধি পত্র; (গ) মীর জাফর খাঁর দ্বিতীয় সন্ধিপত্র; (ঘ) দেওয়ানী সনদ এবং (ঙ) মীর কাসিমের পত্র। অক্ষয়কুমারের মৃত্যু পরবর্তী কোন সংস্করণে পরিশিষ্টে সংযোজিত হয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'মীর কাসিমের শেষ জীবন' প্রবন্ধটি।[১২] ১৯১২ সালে *'A Short History of Natore Raj'* অতি সংক্ষিপ্ত (মাত্র ১৮ পৃষ্ঠা) পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। অক্ষয়কুমার প্রথম জীবনে সাহিত্য চর্চা করলেও ক্রমে ক্রমে তিনি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব বিশেষ করে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস উদ্ধার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ডিরেক্টর হিসেবে তিনি প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন, মূর্তি ও প্রাচীন ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রাপ্ত উপকরণগুলো বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন এবং বিখ্যাত গ্রন্থ *গৌড়লেখমালা* রচনা করেন। ১৫টি শিলালেখ ও তাম্রশাসনের সটীক সংকলন সমন্বয়ে *গৌড়লেখমালায়* প্রশস্তি-পরিচয়, প্রশস্তি-পাঠ ও বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ হয়। গ্রন্থটিতে সকল লিপির আলোকচিত্রসহ প্রশস্তি পাঠ নাগরী লিপিতে মুদ্রিত হয়। গৌড়লেখমালা তিন স্তবকে তিন অংশে প্রকাশিত। গ্রন্থটি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, রাজশাহী কর্তৃক ১ সেপ্টেম্বর ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে যেসব লিপি স্থান পায় তা হলো–ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন (খালিমপুর লিপি); কেশব প্রশস্তি (মহাবধি লিপি); দেবপালদেবের তাম্রশাসন (মুঙ্গের লিপি); বীরদেব প্রশস্তি (ঘোষবারা লিপি); নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসন (ভাগলপুর লিপি); গরুড়স্তম্ভ লিপি (বাদাল প্রস্তরলিপি); গোপালদেব নামাঙ্কিত প্রস্তরলিপি (বাগীশ্বরী লিপি); গোপালদেব নামাঙ্কিত প্রস্তরলিপি (শুক্রসেন লিপি); প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসন (বাণগড় লিপি); বালাদিত্য প্রস্তরলিপি (নালন্দা লিপি); মহীপালদেব প্রস্তর লিপি (সারনাথ লিপি); নয়পালদেবের শাসন সময়ে প্রস্তর লিপি (কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরলিপি); তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন (আমগাছি লিপি); বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন (কমৌলি লিপি); এবং মদনপালদেবের তাম্রশাসন (মনহলি লিপি)।[১৩] তাঁর ইতিহাসচর্চা ইতিহাসের উপকরণের মতই মূল্যবান দলিল হয়ে আছে। উৎখননে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিচার বিশ্লেষণ করে রমাপ্রসাদ চন্দ রচনা করেন *'গৌড়রাজমালা'*[১৪] গ্রন্থ। ১৯১২ সালে (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর সম্পাদনায় বরেন্দ্র ইতিহাস অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক *'গৌড়রাজমালা'* প্রকাশিত হয়।[১৫] গ্রন্থখানি প্রকাশের পর ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেন, 'পরবর্তী একশত বছরে পুরাতত্ত্ব আলোচনার ফলে বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত *'গৌড়রাজমালা'* গ্রন্থখানি তার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে।'[১৬]

উৎখননে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে অক্ষয়কুমার বহু মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও শিল্পকলা সম্বন্ধে অনেকগুলো গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেন। যার মধ্যে ছিল–*ফিরিঙ্গি বণিক*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ২০ জুলাই ১৯২২; *অজ্ঞেয়বাদ : সমালোচনা*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা, মাঘ ১৩৩৪; *Ancient Monuments of Varendra (North Bengal)*, Edited by Kshitish Chandra Sarkar and Ramesh Chandra Majumdar, Varendra Research Society, 1949; *ভারতশিল্পের কথা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৮৯; *গৌড়ের কথা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯০; *আবাহন (নাটক)*, নির্মলচন্দ্র সম্পাদিত, ১৯৮২; *উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ*, আনন্দগোপাল ঘোষ ও মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রতীতী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪; *সাগরিকা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬; *The*

Fall of Pala Empire, Edited by Dinesh Chandra Sarkar, 1986; *রাণী ভবানী*, নিশীথরঞ্জন রায় সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, জানুয়ারি ১৯৯০ ইত্যাদি। ১৯১৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতি হিসেবে অভিভাষণ পাঠ করেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। সভাপতির ভাষণে তিনি জীবনব্যাপী বাংলা ও প্রাচীন ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলশ্রুতি স্বরূপ কয়েকটি মৌলিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন। তিনি ১৯২৩ সালের ১ মার্চ পাহাড়পুর খননের পূর্বেও অনুরূপ বক্তৃতা ও প্রথম কোদাল চালিয়ে খননকাজের উদ্বোধন করেন। ১৯২৭ সালের ১৮ মার্চ অক্ষয়কুমার কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে *'Ancient Monuments of Varendra'* বিষয়ে আলোকচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেন যা তাঁর অর্জিত পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ।

গবেষণার বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ধরণ

ইতিহাস অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মধ্যদিয়ে প্রত্যেক গবেষকের বিষয় উপস্থাপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের ইতিহাস গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান এবং মূল তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটন। ফলে ইতিহাস রচনায় তাঁর ধরণটি ছিল বর্ণনামূলক। বস্তুতপক্ষে অত্যন্ত সরলভঙ্গিতে ইতিহাসের বিষয় পাঠকের বোধগম্য করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'মানব-সভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র' প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার লিখেছেন :[১৭]

> মানব-সভ্যতার আদি উদ্ভব-ক্ষেত্র কোথায়, তৎসম্বন্ধে মানব-সমাজ বহুকাল হইতে তথ্যানুসন্ধান করিয়া আসিতেছে। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যসমাজ অনেক দিন পর্য্যন্ত রোম এবং গ্রীস্ এবং কখন কখন মিশর দেশকে সেই আদি উদ্ভব-ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া, সকল কৌতূহল চরিতার্থ করিতে না পারিয়া, এখনও তথ্যানুসন্ধান চেষ্টায় বিরত হইতে পারে নাই। এখনও নিত্য নতুন অধ্যবসায়, নিত্য নতুন তথ্যানুসন্ধান চেষ্টায় অনেক নতুন স্থানে ভূগর্ভ খননে নানারূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেছে। ইহাতে পুরাতত্ত্ব জ্ঞানের পূর্ব্বপরিচিত সংকীর্ণ সীমা ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর সম্প্রসারিত হইয়া, বিদ্বৎ-সমাজকে নিকট হইতে দূর প্রাচীর দিকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিতেছে। এখন প্রাচ্য তত্ত্ব মানবতত্ত্বের প্রধান পরিচয়-ক্ষেত্র বলিয়া সর্ব্বত্র উত্তরোত্তর অধিক শ্রদ্ধা লাভ করিতেছে।

ভারতী, ১৩২৩, বৈশাখ সংখ্যায় অক্ষয়কুমার *অন্ধকূপ হত্যা* প্রবন্ধে লিখেছেন :[১৮]

> অধুনা যে সকল কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সাহায্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে–অনেক ইংরাজ দুর্গ-জয় কালে বীরের ন্যায় দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহাদের মৃত্যু-কাহিনী দুর্গবাসী অন্যান্য ইংরাজ সহযোগীগণ বিলাতে লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। যাঁহারা এইরূপে দুর্গরক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহাদের নামও অন্ধকূপে নিহত ব্যক্তিগণের তালিকাভূক্ত করিয়া, হলওয়েল কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। এই তথ্য এতদিন অপ্রকাশিত ছিল; ইহা এখন হলওয়েলের কাহিনীকে আরও সংশয়পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

বস্তুত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের ইতিহাস বর্ণনা ও পর্যালোচনা তাঁর অনুসন্ধান ও গবেষণার মূল বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ইতিহাস গবেষণা, বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তাঁর বর্ণনায় ও উপস্থাপনায়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত গ্রন্থাবলি ও বিভিন্ন সময়ে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনাসমূহ নিম্নরূপ:

ক. গ্রন্থাবলি

১. *সমরসিংহ* (ঐতিহাসিক চিত্র), জাতীয় ধনভাণ্ডারের সাহায্যার্থে মুদ্রিত, কলকাতা, ১৮৮৩।
২. *সিরাজদ্দৌলা* (ঐতিহাসিক চিত্র), ভারতী যন্ত্র, কলকাতা, ১৮৯৮।
৩. *সীতারাম রায়* (ঐতিহাসিক চিত্র), বাণী প্রেস, রাজশাহী, ১৮৯৮।
৪. *Gauda, under the Hindus*, Rajshahi (Author), ND, 1902.
৫. *অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বঙ্গভাষার লেখক প্রথম ভাগ* : হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রোমেসিন যন্ত্র, কলকাতা ১৩১১ (১৭ আগষ্ট, ১৯০৪)। রচনাটি অক্ষয়কুমারের আত্মকথা, শেষ তিনটি অনুচ্ছেদ তৃতীয় পুরুষে বর্ণিত।
৬. *মীরকাসিম* (ঐতিহাসিক চিত্র), জি, সি, বসু এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯০৬।
৭. *A Short History of Natore Raj*, Jamini Kanta Bhaduri, 1912.
৮. *গৌড়রাজমালা, রমাপ্রসাদ চন্দ*, শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, রাজশাহী, ১৩১৯ (১৯১২ খ্রি.)
৯. *গৌড়লেখমালা*, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, রাজশাহী, ১৯১২।
১০. *ফিরিঙ্গি বণিক*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা, ১৯২২।
১১. *অজ্ঞেয়-বাদ : সমালোচনা*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা, মাঘ ১৩৩৪।
১২. *Ancient Monuments of Varendra* (North Bengal) : Edited by Kshitish Chandra Sarkar and Ramesh Chandra Majumdar, Varendra Research Siciety, Rajshahi, 1949.
১৩. *ভারতশিল্পের কথা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৮৯।
১৪. *আবাহন (নাটক)*, নির্মলচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত, ১৯৮২।
১৫. *গৌড়ের কথা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯০।
১৬. *উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ*, আনন্দগোপাল ঘোষ ও মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, প্রতীতি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৪।
১৭. *সাগরিকা*, নির্মলচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, ১৯৮৬।
১৮. *The Fall of Pala Empire*, Edited by Dinesh Chandra Sarkar, 1986.
১৯. *রাণী ভবানী*, নিশীথরঞ্জন রায় সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯০।

খ. পত্র-পত্রিকা: রচনাপঞ্জি

- **বাংলা**

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা

'নীতিশিক্ষা', পৌষ ১২৮৮।

শুভেচ্ছাপত্র

'চৈতন্য-চরিত: বেণীমাধব বকশী', ইডেন প্রেস, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৮০৬ শকাব্দ।

ধর্ম্মবন্ধু

'অজ্ঞেয়বাদ', ১২২৮।

সাধনা

'সিরাজদ্দৌলা', প্রথম অধ্যায় '(সেকালের সুখ দুঃখ)', ৪/২; দ্বিতীয় অধ্যায় '(বাল্যলীলা)', ৪/২; তৃতীয় অধ্যায় '(প্রমোদশালা)', ৬/২ ভাদ্র-কার্তিক, ১৩০২।

সাহিত্য

'সীতারাম রায়', ৬/৭, কার্তিক ১৩০২; ৬/৮, অগ্রহায়ণ ১৩০২; ৬/৯, পৌষ ১৩০২; ৬/১০-১১, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০২; ৬/১২, চৈত্র ১৩০২।
'কাঙ্গাল হরিণাথ', ৭/১, বৈশাখ ১৩০৩;
'মীরজাফর' (উপক্রমণিকা), ৭/১, বৈশাখ ১৩০৩; প্রথম পরিচ্ছেদ '(পলাশী)', ৭/৩, আষাঢ় ১৩০৩; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ '(উমাচরণের পুরস্কার লাভ)', ৭/৩, আষাঢ় ১৩০৩; চতুর্থ পরিচ্ছেদ '(ভুতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ!)', ৭/৪, শ্রাবণ ১৩০৩।
'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন', ৭/৫, ভাদ্র ১৩০৩;
'মন্বন্তর', ৭/৭, কার্তিক ১৩০৩;
'গোলাম হোসেন', ৭/১১, ফাল্গুন ১৩০৩;
'রাণী ভবানী', প্রথম পরিচ্ছেদ '(বংশাবলী)', ৮/১, বৈশাখ ১৩০৪; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ '(রাজ্যলাভ)', ৮/৪, শ্রাবণ ১৩০৪; তৃতীয় পরিচ্ছেদ '(সামাজিক পদগৌরব)', ৮/৪, শ্রাবণ ১৩০৪; চতুর্থ পরিচ্ছেদ '(বিবাহ)', ৮/৫, ভাদ্র ১৩০৪; পঞ্চম পরিচ্ছেদ '(রাজ্য-লাভ)', ৮/৬, আশ্বিন ১৩০৪; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ '(রাজ-দম্পতি)', ৮/৭, কার্তিক ১৩০৪; সপ্তম পরিচ্ছেদ '(হিন্দু-রমণী)', ৮/৮, অগ্রহায়ণ ১৩০৪; অষ্টম পরিচ্ছেদ '(পূণ্যকীর্ত্তি), ৮/১০, মাঘ ১৩০৪; নবম পরিচ্ছেদ '(রাজকুমারী তারা)', ৮/১০, মাঘ ১৩০৪; দশম পরিচ্ছেদ '(রাষ্ট্রবিপ্লব)', ৮/১০, মাঘ ১৩০৪; একাদশ পরিচ্ছেদ '(নতুন নবাব)', ৮/১১, ফাল্গুন ১৩০৪; দ্বাদশ পরিচ্ছেদ '(দেশের কথা)', ৮/১১, ফাল্গুন ১৩০৪; ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ '(দেশের কথা)', ৮/১১, ফাল্গুন ১৩০৪; চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ '(মন্বন্তর)', ৮/১১, ফাল্গুন ১৩০৪; পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ '(গঙ্গাবাস)', ৮/১১, ফাল্গুন ১৩০৪।
'দুর্ভিক্ষ না অন্নকষ্ট', ৮/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪;
'কাজীর বিচার', ৮/৭, কার্তিক ১৩০৪;
'মহারাজ রামকৃষ্ণ', ১ম পরিচ্ছেদ '(রাজ্যাভিষেক)', ৯/১, বৈশাখ ১৩০৫; ২য় পরিচ্ছেদ '(মাতা ও পুত্র)', ৯/৩, আষাঢ় ১৩০৫।
'সেকালের কলিকাতা গেজেট', ৯/৩, আষাঢ় ১৩০৫;
'অব্যক্তানুকরণ', ১৪/৫, ভাদ্র ১৩১০;
'ক্লাইবের গর্দ্দভ (মীরজাফর প্রসঙ্গে)', ১৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১০;
'মুসলমান-শিক্ষাসমিতি', ১৪/১২, চৈত্র ১৩১০;
'কবিকল্পদ্রুম', ১৫/১, বৈশাখ ১৩১১;
'ফিরিঙ্গি বণিক', প্রথম পরিচ্ছেদ '(পুরাতন বাণিজ্য পথ)', ১৫/১০, মাঘ ১৩১১; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ '(ইসলাম-বিপ্লব)', ১৫/১০, মাঘ ১৩১১; তৃতীয় পরিচ্ছেদ '(নতুন স্থল-বাণিজ্য পথের সন্ধান চেষ্টা)', ১৫/১১, ফাল্গুন ১৩১১; চতুর্থ পরিচ্ছেদ '(পুরাতন জল-বাণিজ্য পথ)', ১৫/১১, ফাল্গুন ১৩১১; পঞ্চম পরিচ্ছেদ '(অপরাজিত অধ্যবসায়)', ১৫/১১, ফাল্গুন ১৩১১; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ '(অসাধারণ আত্মত্যাগ)', ১৫/১২, চৈত্র ১৩১১; সপ্তম পরিচ্ছেদ '(উত্তমাশা অন্তরীপ)', ১৫/১২, চৈত্র ১৩১১; অষ্টম পরিচ্ছেদ '(ভারত-যাত্রা)', ১৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২; নবম পরিচ্ছেদ '(কালিকট)', ১৬/৩, আষাঢ় ১৩১২; দশম পরিচ্ছেদ '(প্রথম পরিচয়)', ১৬/৪, শ্রাবণ ১৩১২; একাদশ পরিচ্ছেদ '(শিরোনামহীন)', ১৬/৪, শ্রাবণ ১৩১২; দ্বাদশ পরিচ্ছেদ '(আত্মরক্ষা)', ১৬/৫, ভাদ্র ১৩১২; ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ '(বাহুবল)', ১৬/৫, ভাদ্র ১৩১২; চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ '(রাজ্যলাভ)', ১৬/৭, কার্তিক ১৩১২; '–শেষ', ১৬/১০, মাঘ ১৩১২; পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ '(বাণিজ্য বিস্তার)', ১৬/১০, মাঘ ১৩১২; ষোড়শ পরিচ্ছেদ '(বাণিজ্যনীতি)', ১৬/১০, মাঘ ১৩১২; সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

'(ভোগবিলাষ)', ১৬/১০, মাঘ ১৩১২; অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ '(প্রতিদ্বন্দ্বী)', ১৬/১১, ফাল্গুন ১৩১২; ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ '(প্রবল সংঘর্ষ)', ১৬/১১, ফাল্গুন ১৩১২; বিংশ পরিচ্ছেদ '(বাণিজ্য কলহ)', ১৬/১২, চৈত্র ১৩১২।

'বঙ্গ-পরিচয়', ২১/১, বৈশাখ ১৩১৭;

'ধীমানের ভাস্কর্য', ২১/৫, ভাদ্র ১৩১৭;

'দেশের কথা', ২১/১০, মাঘ ১৩১৭;

'দেশের কথা', ২২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮;

'নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন' (কাটোয়ার নিকট আবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসন প্রসঙ্গে), ২২/৭, কার্তিক ১৩১৮;

'ভারতীয় শিল্পাদর্শ' (ই বি হ্যাভেল লিখিত *'The Ideals of Indian Art'* গ্রন্থের সমালোচনা), ২২/১২, চৈত্র ১৩১৮;

'ভারতশিল্পের ইতিহাস' (ভিনসেন্ট স্মিথ লিখিত *'A History of Fine Art in India and Ceylon from the Earliest Times to the Present Day'* গ্রন্থের সমালোচনা সূত্রে), ২৩/১, বৈশাখ ১৩১৯;

'সাগরিকা', অবতরণিকা, 'তথ্যানুসন্ধান চেষ্টা', ২৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; প্রথম উচ্ছ্বাস, 'ভারত-দ্বীপপুঞ্জে সংস্কৃত' গ্রন্থ, ২৩/৪, শ্রাবণ ১৩১৯; তৃতীয় উচ্ছ্বাস, 'কলিঙ্গ', ২৪/৩, আষাঢ় ১৩২০; চতুর্থ উচ্ছ্বাস, 'কলিঙ্গ-কাহিনী', ২৪/৪, শ্রাবণ ১৩২০; পঞ্চম উচ্ছ্বাস, 'গৌড়ীয় প্রভাব', ২৪/৭, কার্তিক ১৩২০; 'ভ্রম-সংশোধন' (শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত *'সাগরিকা'*-র ভ্রম সংশোধন), ২৪/৫, ভাদ্র ১৩২০।

'গৌড়রাজমালা : উপক্রমণিকা' (রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত *'গৌড়রাজমালা'* গ্রন্থের উপক্রমণিকা), ২৩/৩, আষাঢ় ১৩১৯;

'প্রত্নবিদ্যা', ২৩/৯, পৌষ ১৩১৯;

'উড়িষ্যা ও তাহার ধ্বংসাবশেষ' (মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত *'Orissa and her remains-Ancient and Medieval'* গ্রন্থের সমালোচনা), ২৩/১১, ফাল্গুন ১৩১৯;

'গৌড়-কবি সন্ধ্যাকর নন্দী', ২৩/১২, চৈত্র ১৩১৯;

'মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন (রামগঞ্জ-লিপি) : প্রশস্তি-পরিচয়', ২৪/১, বৈশাখ ১৩২০;

'ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন' [(প্রশস্তি-পাঠ) ৫টি শ্লোকের বঙ্গানুবাদসহ], ২৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০;

'গৌড়-কবি মনোরথ', ২৪/৩, আষাঢ় ১৩২০;

'গৌড়-কবি চতুর্ভুজ' (মূলত *A Catalogue of Palm-leaf and selected paper-MSS belonging to the Durbar*–Library, Nepal, 1905), গ্রন্থের সাহায্যে লিখিত), ২৪/৩, আষাঢ় ১৩২০;

'মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ' (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত তাম্রশাসনের মুদ্রণ প্রমাদ সংশোধন), ২৪/৩, আষাঢ় ১৩২০;

'তন্ত্র-পরিচয়: তারাতন্ত্রম্', ২৪/৫, ভাদ্র ১৩২০;

'কৈফিয়ত/আলোচনা ২' ['গৌড়-কবি সন্ধ্যাকর নন্দী' প্রবন্ধের (চৈত্র ১৩১৯) প্রতিবাদ করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সন্ধ্যাকর নন্দী/আলোচনা ১ (আলোচনা বিষয় : সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতিনির্ণয়), আশ্বিন ১৩২০] এর প্রত্যুত্তর, ২৪/৬, আশ্বিন ১৩২০;

'ভারত-স্থাপত্য' (ই বি হ্যাভেল লিখিত *Indian Architecture* গ্রন্থের সমালোচনা), ২৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২০;

'ইতিহাস শাখায় সভাপতির অভিভাষণ' (কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ৭ম অধিবেশনে ২৮ চৈত্র ১৩২০ তারিখে পঠিত অভিভাষণ), ২৫/১, বৈশাখ ১৩২১;
'মহিষমর্দ্দিনী', ২৫/৬, আশ্বিন ১৩২১;
'ঐতিহাসিক রচনা–কৌতুক', ২৫/৭, কার্তিক ১৩২১; 'ঐতিহাসিক রচনা–গরজ', ২৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১;
'বাঙ্গালীর আদর্শ' (কলকাতার সরস্বতী ইনস্টিটিউটের বার্ষিক সভার অধিবেশনে পঠিত), ২৬/১, বৈশাখ, ১৩২৩;
'গঙ্গবংশানুচরিকম্' (প্রবন্ধটি অগ্রহায়ণ ১৩২৭ সংখ্যায় পূনঃমুদ্রিত), ২৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩;
'বরেন্দ্র খনন বিবরণ (সচিত্র)', ২৬/১০, মাঘ ১৩২৩; 'বরেন্দ্র খনন বিবরণ (সচিত্র)', ২৬/১১, ফাল্গুন ১৩২৩; 'বরেন্দ্র খনন বিবরণ (সচিত্র)', ২৬/১২, চৈত্র ১৩২৩।
'সিন্ধু', ['পুরীতে সমুদ্রদর্শন'-দর্শনে] (কবিতা), ২৭/৬, আশ্বিন ১৩২৪;
'গঙ্গবংশানুচরিতম্' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ), ৩০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭;
'সুরেশ-স্মৃতি' [(স্মৃতিকথা) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রসঙ্গে], ৩০/১১-১২, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৭;
'কোন্ পথে?', ৩১/১, বৈশাখ ১৩২৮;
'গঙ্গা-দেবী', ৩১/৭, কার্তিক ১৩২৮;
'বাঙ্গালীর বল' (রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত *'বাঙ্গালীর বল'* গ্রন্থের সমালোচনা), ৩১/১২, চৈত্র ১৩২৮;
'ভারত-শিল্পতত্ত্ব', ৩২/৪, শ্রাবণ ১৩২৯;
'ভারত-শিল্পতত্ত্ব', ৩২/৫, ভাদ্র ১৩২৯।

মানসী

'খণ্ডগিরি', ১/১০, অগ্রহায়ণ ১৩১৬;
'উদয়গিরি (উড়িষ্যা)', ৩/১, ফাল্গুন ১৩১৭;
'নাট্যাভিনয়', ৩/৯, কার্তিক ১৩১৮;
'কান্তকবির স্মৃতি-সম্মর্দ্ধনা' (রাজসাহী কলেজ এসোসিয়েশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ), ৪/৯, কার্তিক ১৩১৯;
'ভারতশিল্পের বর্ণপরিচয়', ৫/২, চৈত্র ১৩১৯;
'পাষাণের কথা: সমালোচনা' (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত *'পাষাণের কথা'* গ্রন্থের সমালোচনা), ৬/৫, আষাঢ় ১৩২১।

মর্ম্মবাণী

'পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন বিষয়ে ৪টি বক্তৃতা দেন। বর্তমান প্রবন্ধ ১ম ও ২য় বক্তৃতার রমেশচন্দ্র মজুমদারকৃত সারসঙ্কলন), ১/১/৮, ৩০ ভাদ্র ১৩২২;
'পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন', ১/১/১০, ১৩ আশ্বিন ৩০ ভাদ্র ১৩২২।

মানসী ও মর্ম্মবাণী

'পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন', (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন বিষয়ে ৪টি বক্তৃতার রমেশচন্দ্র মজুমদারকৃত সারসঙ্কলন), ৮/১/১, ফাল্গুন ১৩২২; 'পাল সাম্রাজ্যের

অধঃপতন', ৮/১/২, চৈত্র ১৩২২; 'পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন', ৮/১/৩, বৈশাখ ১৩২২; 'পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন', ৮/১/৪, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২।
'কলিকাতা অবরোধ', ৮/১/৩, বৈশাখ ১৩২৩;
'বাঙ্গালীর জীবন-বসন্তের স্মৃতি-নিদর্শন (সচিত্র)', ৯/১/১, ফাল্গুন ১৩২৩;
'আলেকজান্দারের অভিযান', ৯/১/২, চৈত্র ১৩২৩;
'বৌদ্ধ কলাবিদ্যা' (ভূমিকা, কনকাঞ্জলি ৩য় সংস্করণ: অক্ষয়কুমার বড়াল, কলিকাতা ১৩২৪), ৯/১/৩, বৈশাখ ১৩২৪;
'শেষ দেখা (সচিত্র)', জগদিন্দ্রনাথ রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে রাজসাহী নগরে সমাহুত শোকসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ] ১৭/২/৬, স্মৃতি-পূজা সংখ্যা, মাঘ ১৩৩২;
'মানব সভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র', ২০/১/১, ফাল্গুন ১৩৩৪।

হিন্দুরঞ্জিকা (রাজসাহী)

'আশীর্ব্বাদ' (৬৩তম জন্মদিনে), বিশেষ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৫।

ভারতী

'লালন ফকিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী' (লালন ফকির ও গগন প্রবন্ধের অংশবিশেষ)', ১৯/৫, ভাদ্র ১৩০২।
সিরাজদ্দৌলা, চতুর্থ অধ্যায় '(বর্গী এলো দেশে)', ১৯/৮, অগ্রহায়ণ ১৩০২; পঞ্চম অধ্যায় '(সিরাজের রাজ্যাভিষেক)', ১৯/৮, অগ্রহায়ণ ১৩০২; ষষ্ঠ অধ্যায় '(ইংরাজ বণিকের লাঞ্ছনা)', ১৯/৯, পৌষ ১৩০২; সপ্তম অধ্যায় '(সিরাজদ্দৌলার সমাধি-মন্দির)', ১৯/১০, মাঘ ১৩০২; অষ্টম অধ্যায় '(জমিদারদিগের আতঙ্ক)', ১৯/১১, ফাল্গুন ১৩০২; নবম অধ্যায় '(অর্থ-পিপাসা)', ১৯/১১, ফাল্গুন ১৩০২; দশম অধ্যায় '(ইংরাজ-চরিত্র)', ১৯/১২, চৈত্র ১৩০২; একাদশ অধ্যায় '(বৃদ্ধ নবাবের অন্তিম উপদেশ)', ১৯/১২, চৈত্র ১৩০২।
সিরাজদ্দৌলা, দ্বিতীয় প্রস্তাব : প্রথম অধ্যায় '(ইংরাজ বণিকের উদ্ধত স্বভাব)', ২০/১, বৈশাখ ১৩০৩; দ্বিতীয় অধ্যায় '(কাশিমবাজার অবরোধ)', ২০/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩; তৃতীয় অধ্যায় '(কলিকাতা আক্রমণ)', ২০/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩; চতুর্থ অধ্যায় '(অন্ধকূপ হত্যা)', ২০/৩, আষাঢ় ১৩০৩; পঞ্চম অধ্যায় '(অন্ধকূপ হত্যা–রহস্য নির্ণয়)', ২০/৪, শ্রাবণ ১৩০৩; ষষ্ঠ অধ্যায় '(ইংরাজের-সর্ব্বনাশ)', ২০/৫, ভাদ্র ১৩০৩; সপ্তম অধ্যায় '(সিরাজ না শওকতজঙ্গ–কাহাকে চাও)', ২০/৫, ভাদ্র ১৩০৩; অষ্টম অধ্যায় '(কলিকাতার পুনরুদ্ধার)', ২০/৬, আশ্বিন ১৩০৩; নবম অধ্যায় '(কে শান্তিপ্রিয়–মুসলমান সিরাজ, নাকি খৃষ্টীয়ান ইংরাজ ?)', ২০/৬, আশ্বিন ১৩০৩; দশম অধ্যায় '(আলীনগরের সন্ধি)', ২০/৬, আশ্বিন ১৩০৩; একাদশ অধ্যায় '(সন্ধির পরিণাম)', ২০/৭, কার্তিক ১৩০৩; দ্বাদশ অধ্যায় '(চন্দননগর ধ্বংস)', ২০/৭, কার্তিক ১৩০৩; ত্রয়োদশ অধ্যায় '(ফরাসীর সর্ব্বনাশ)', ২০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩০৩; চতুর্দ্দশ অধ্যায় '(গুপ্ত-মন্ত্রণা)', ২০/৯, পৌষ ১৩০৩; পঞ্চদশ অধ্যায় '(যুদ্ধযাত্রা)', ২০/৯, পৌষ ১৩০৩; ষোড়শ অধ্যায় '(পলাশীর যুদ্ধ)', ২০/১০, মাঘ ১৩০৩; সপ্তদশ অধ্যায় '(রাষ্ট্র-বিপ্লব)', ২০/১১, ফাল্গুন ১৩০৩; অষ্টাদশ অধ্যায় '(সিরাজদ্দৌলার কি হইল ?)', ২০/১১, ফাল্গুন ১৩০৩; 'উপসংহার', ২০/১২, চৈত্র ১৩০৩।
'হস্তলিখিত সাময়িক-পত্র', ২০/১২, চৈত্র ১৩০৩;
মীরকাসিম, ২১/১, বৈশাখ ১৩০৪; প্রথম পরিচ্ছেদ '(কর্ম্মফল)', ২১/৫, ভাদ্র ১৩০৪; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ '(মূল্য-নিরূপণ)', ২১/৬, আশ্বিন ১৩০৪; তৃতীয় পরিচ্ছেদ '(মুকুট-মোচন)', ২১/৬, আশ্বিন ১৩০৪; চতুর্থ পরিচ্ছেদ '(নূতন নবাব)', ২১/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৪; পঞ্চম

পরিচ্ছেদ '(ইংরাজ বণিকের জমিদারীলাভ)', ২১/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৪; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ '(বিদ্রোহ দমন)', ২১/৭-৮,কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৪; সপ্তম পরিচ্ছেদ '(শাহজাদার অভিযান)', ২১/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৪; অষ্টম পরিচ্ছেদ '(মীরকাসিমের রাজ্যাভিষেক)', ২১/৯, পৌষ ১৩০৪; নবম পরিচ্ছেদ '(রাজ্য শাসন)', ২১/৯, পৌষ ১৩০৪; দশম পরিচ্ছেদ '(বন্ধু বিচ্ছেদ)', ২১/১০, মাঘ ১৩০৪; একাদশ পরিচ্ছেদ '(যুদ্ধ ঘোষণা)', ২১/১১, ফাল্গুন ১৩০৪; দ্বাদশ পরিচ্ছেদ '(কাটোয়ার যুদ্ধ)', ২১/১১, ফাল্গুন ১৩০৪; ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ '(গিরিয়ার যুদ্ধ)', ২১/১১, ফাল্গুন ১৩০৪; চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ '(উধুয়ানালার যুদ্ধ)', ২১/১২, চৈত্র ১৩০৪; পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ '(পাটনার হত্যাকাণ্ড)', ২১/১২, চৈত্র ১৩০৪।

'ঐতিহাসিক ম্যালিসন', ২২/১, বৈশাখ ১৩০৫;

'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিত', ২২/১, বৈশাখ ১৩০৫;

'ঢাকা', ২২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫;

'পট্টবস্ত্র', ২২/৩, আষাঢ় ১৩০৫;

'প্রসঙ্গ কথা', ২২/৩, আষাঢ় ১৩০৫ (বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির ঢাকা অধিবেশন উপলক্ষে);

'বস্ত্র-রঞ্জন বিদ্যা', ২২/৪, শ্রাবণ ১৩০৫;

'এণ্ডি', ২২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩০৫;

'অন্ধকূপহত্যা (সচিত্র)', ৪০/১, বৈশাখ ১৩২৩;

'*নূরজাহান*' [(সমালোচনা), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত '*নূরজাহান*' গ্রন্থের সমালোচনা], ৪০/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩;

'বিষ্ণু-বাহন গরুড়' (রূপম-পত্রে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত ইংরেজি প্রবন্ধ অবলম্বনে। বিমলাচরণ মৈত্রেয় সঙ্কলিত), ৪৪/৪, শ্রাবণ ১৩২৭;

'শ্রদ্ধাঞ্জলি : স্বামী রামানন্দ', পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী রামানন্দ : দুর্গনাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ, কলিকাতা, ১৩৩৪।

উৎসাহ (রাজশাহী)

'সমালোচনা', এ. দাস সম্পাদিত হাতে লেখা মাসিক উৎসাহ'র (রাজসাহী), ৩য় বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যার (পৌষ-মাঘ ১৩০৩) সমালোচনা।

অজ্ঞেয়-বাদ, ১/১, বৈশাখ ১৩০৪; ১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪; ১/৩, আষাঢ় ১৩০৪; ১/৪, শ্রাবণ ১৩০৪; ১/৫, ভাদ্র ১৩০৪; ১/৬, আশ্বিন ১৩০৪; ১/৭, কার্তিক ১৩০৪; ১/৯, পৌষ ১৩০৪; ১/১০, মাঘ ১৩০৪; ১/১১-১২, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৪।

'বাঙ্গলা ভাষার লেখক', ১/১০, মাঘ ১৩০৪;

'পূণ্যাহ', ২/১, বৈশাখ ১৩০৫;

'প্রাপ্ত গ্রন্থ', ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫; আলোচিত গ্রন্থ : অদ্বৈত প্রকাশ : ঈশান নাগর; অনুরাগ বল্লী : মনোহর দাস; মালা, অশ্রুমালা, অঞ্জলি : কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তী।

'হেস্টিংসের শিক্ষানবিশী', ২/৩, আষাঢ় ১৩০৫;

'খুকুমণির ছড়া' (যোগিন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত *খুকুমণির ছড়া* গ্রন্থের সমালোচনা), ৩/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬;

'শাহ আলম', ৩/৩-১০, আষাঢ়-মাঘ ১৩০৬;

'চৈনিক তীর্থযাত্রী', ৪/১, অগ্রহায়ণ ১৩০৭;

'গুজব', ৪/২, পৌষ ১৩০৭;

ফা হিয়ান, প্রথম পরিচ্ছেদ, '(উপক্রমণিকা)', ৪/৩, মাঘ ১৩০৭; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, '(জীবন-কাহিনী)', ৪/৪, ফাল্গুন ১৩০৭; তৃতীয় পরিচ্ছেদ, '(যাত্রারম্ভ)', ৪/৪, ফাল্গুন ১৩০৭; চতুর্থ

পরিচ্ছেদ, '(উত্তর ভারত)', ৪/৬-৭, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭; পঞ্চম পরিচ্ছেদ, '(উপগুপ্ত)', ৪/৬-৭, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭।

'রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', [রাজসাহীর প্রাচীনত্ব (কালীনাথ চৌধুরী প্রণীত ও প্রকাশিত *'রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'* গ্রন্থের সমালোচনা)], ৪/৮, আষাঢ় ১৩০৮;

'শিক্ষা-সমস্যা', ৪/১১-১২, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৮;

'রঞ্জিনী', (সুরমাসুন্দরী ঘোষ প্রণীত *'রঞ্জিনী'* কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা), ৫/১০-১২, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০৯।

জন্মভূমি

'বাঙ্গলা ভাষার লেখক' (অক্ষয়কুমারের আত্মকথা), ৭/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪।

প্রদীপ

লাল পল্টন, ১ম পরিচ্ছেদ, '(বাঙ্গালীর কলঙ্ক)', ১/২, মাঘ ১৩০৪; ২য় পরিচ্ছেদ '(বাঙ্গালী বরকন্দাজ)', ১/২, মাঘ ১৩০৪; ৩য় পরিচ্ছেদ '(বাঙ্গালীর বাহুবল)', ১/৩, ফাল্গুন ১৩০৪; ৪র্থ পরিচ্ছেদ '(বাঙ্গালীর প্রভূভক্তি)', ১/৪, চৈত্র ১৩০৪; ৫ম পরিচ্ছেদ '(সমুদ্র-যাত্রা)', ১/৫, বৈশাখ ১৩০৪; ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ '(লাল-পল্টনের কীর্ত্তিক্ষেত্র)', ১/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪; ৭ম পরিচ্ছেদ '(লাল-পল্টনের জয়মাল্য)', ১/৭, আষাঢ় ১৩০৪।

'হিন্দু-সমুদ্রযাত্রা', ২/১, পৌষ ১৩০৫;

'বালি দ্বীপের হিন্দুরাজ্য', ২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬;

'কণিকা/পুস্তক সমালোচনা', (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত *'কণিকা'* কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা);

'সেকাল', ৩/২, মাঘ ১৩০৬;

'গীতিকা/গ্রন্থ সমালোচনা', (প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত *'গীতিকা'* কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা), আশ্বিন ১৩০৭;

'হিমালয়', (জলধর সেন প্রণীত *'হিমালয়'* গ্রন্থের সমালোচনা), ৩/১২, অগ্রহায়ণ ১৩০৭;

'অল্ বেরুণী', ৪/৩, ফাল্গুন ১৩০৭;

'কথা', (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত *'কথা'* কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা), ৪/৯, ভাদ্র ১৩০৮;

'গাজী মিয়ার বস্তানি', (মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত গ্রন্থের সমালোচনা), ৫/১, পৌষ ১৩০৮;

'দেবী যুদ্ধ', (শরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'দেবী যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা), ৫/২-৩, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৮;

'রাঘব বিজয় কাব্য', (শশধর রায় প্রণীত *'রাঘব বিজয় কাব্য'* কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা), ৬/৫, ভাদ্র ১৩১০।

মুকুল

'তা-ত্যাং-সি-উ-কি', ৪/৬, আশ্বিন ১৩০৫;

'ই-ন্-তু (তা-ত্যাং-সি-উ-কি)', ৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩০৫; 'ই-ন্-তু (তা-ত্যাং-সি-উ-কি)', ৪/৯, পৌষ ১৩০৫।

ঐতিহাসিক চিত্র (রাজশাহী)

'সম্পাদকের নিবেদন', ১/১, জানুয়ারি ১৮৯৯;

'রিয়াজ্-উস্-সালাতিন্ : উপক্রমণিকা', ১/১, জানুয়ারি ১৮৯৯;

'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত', ১/২, এপ্রিল ১৮৯৯ (তারকচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত *'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত'* গ্রন্থের সমালোচনা);

'তম্রশাসন সমালোচনা, তম্রশাসনের ইতিহাস', (শরচ্চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা রিভিউ); 'ধর্ম্মপালের তম্রশাসন; নারায়ণপালের তম্রশাসন', ১/২, এপ্রিল ১৮৯৯।
'নবাবিষ্কৃত তম্রশাসন', (উপক্রমণিকা); মূল (পাঠ; রজনীকান্ত চক্রবর্তী); 'ঐতিহাসিক তথ্য' (আনুলিয়া তম্রশাসন প্রসঙ্গে), ১/২, এপ্রিল ১৮৯৯।
'গরুড়-স্তম্ভ-লিপি', [ভূমিকা; স্তম্ভ-লিপি (হরচন্দ্র চক্রবর্তী উদ্ধৃত পাঠ); উইলকিন্সের ইংরাজি অনুবাদ; প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইংরাজী অনুবাদ; বঙ্গানুবাদ; ঐতিহাসিক তথ্য]।
'নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য', ১/৩, জুলাই ১৮৯৯;
'দান-সাগর', ৪/৪, কার্তিক ১৩১১;
'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব', ২/৪, অগ্রহায়ণ ১৩১১;
'বাঙ্গালীর ইতিহাস', ৩/১, বৈশাখ ১৩১৪;
'খুরশিদ জাঁহানামা', (হস্তলিখিত পারসী গ্রন্থ), ৩/৫-৬, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১৪।

প্রবাসী

'বাঙ্গালী', ১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮;
'খিচুড়ী', (বেণোয়ারিলাল গোস্বামী প্রণীত *'খিচুড়ী'* কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা), ১/৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩০৮;
'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিত : নাট্যশাস্ত্র', ১/৮-৯, পৌষ-অগ্রহায়ণ ১৩০৮; 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিত : নাট্য-সাহিত্য', ১/১০, মাঘ ১৩০৮; 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিত : ন্যায়বিচার', ১/১১, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৮; 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিত : মুচ্ছকটিকম্', ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯; 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিত : মুচ্ছকটিকম্', ২/৩, আষাঢ় ১৩০৯।
'ভারত শিল্প-সম্ভার', ২/১, বৈশাখ ১৩০৯;
'কপিলবস্তু', (Report on a Tour Exploration of the Antiquities in theTeriai, Nepal-by Babu Purna Chandra Mukharji.), ২/৫, ভাদ্র ১৩০৯;
'পাটলিপুত্র', (A Report on the Excavation of the Ancient sites of Pataliputra in 1896-97 By Babu Purna Chandra Mukharji.), ২/৬, আশ্বিন ১৩০৯;
'লক্ষণাবতী', ৭/৩, আষাঢ় ১৩১৪;
'গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষ', ৭/৪, শ্রাবণ ১৩১৪;
'গৌড় দুর্গ', ৭/৫, ভাদ্র ১৩১৪;
'গৌড়ীয় নগরোউপকণ্ঠ', ৭/৬, আশ্বিন ১৩১৪;
'পুরাতন মালদহ', ৭/৭, কার্তিক ১৩১৪;
'পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত', ৭/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৪;
'হযরত পাণ্ডুয়া', ৭/১০, মাঘ ১৩১৪;
'আদিনা', ৭/১২, চৈত্র ১৩১৪;
'পাণ্ডুয়ার কীর্ত্তিচিহ্ন', ৮/১, বৈশাখ ১৩১৫;
'উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহ (সচিত্র)', ৮/৭, কার্তিক ১৩১৫;
'একডালা দুর্গ', ৮/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৫;
"লক্ষণ সেনের পলায়ন-কলঙ্ক', (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রপট দর্শনে লিখিত ও রাজসাহী শাখা সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত) ৮/১০, মাঘ ১৩১৫;
'উৎকল-চিত্র, ৯/১০, মাঘ ১৩১৬;
'গরুড়স্তম্ভ-লিপি (বাদাল-প্রস্তরলিপি)', [বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির (যন্ত্রস্থ) নূতন গ্রন্থ 'গৌড়-লেখমালা'-র এই প্রবন্ধটি সমিতির অনুমতিক্রমে প্রবাসীতে প্রকাশিত] ১২/১-৫, ভাদ্র ১৩১৯;

'স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের কয়েকখানি পত্র', ৩০/১/৩,আষাঢ় ১৩৩৭। প্রাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ু লিখিত 'ভূমিকাসহ ৬খানি পত্র', ৮ বৈশাখ ১৩১৯, ১১ বৈশাখ ১৩১৯, ১৫ বৈশাখ ১৩১৯, ২/৬/১২ ইং, ১ কার্তিক ১৭/১১/১৭ ইং।

বঙ্গদর্শন নবপর্য্যায়

'বাঙ্গালার ইতিহাস : নবাবী আমল', ১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩০৮;
'মদন-মহোৎসব', ১/৯, পৌষ ১৩০৮;
'গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য : উপক্রমণিকা', ১/১২, চৈত্র ১৩০৮;
'গৌড়ের পূর্ব্বকাহিনী', ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯;
'পঞ্চগৌড়েশ্বর জয়ন্ত', ২/৩, আষাঢ় ১৩০৯;
'পঞ্চপাল–নরপাল', ২/৪, শ্রাবণ ১৩০৯;
'যবন', ২/৫, ভাদ্র ১৩০৯;
'রাজতরঙ্গিণী', ২/৬, আশ্বিন ১৩০৯;
'বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়', ৩/৫, ভাদ্র ১৩১০; 'বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়', ৩/৭, কার্তিক ১৩১০; 'বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়', ৩/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১০;
'শ্রমণ', ৩/৯, পৌষ ১৩১০;
'ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য : যাপান', ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১; 'ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য : যাপান', ৪/৩, আষাঢ় ১৩১১; 'ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য : যাপান', ৪/৪, শ্রাবণ ১৩১১;
'রামায়ণের রচনাকাল : বিচারপদ্ধতি', ৪/৭, কার্তিক ১৩১১; 'রামায়ণের রচনাকাল : পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি', ৪/৯, পৌষ ১৩১১; 'রামায়ণের রচনাকাল : ভাষাবিচার', ৪/১১, ফাল্গুন ১৩১১; 'রামায়ণের রচনাকাল : আর্যপ্রয়োগ', ৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২; 'রামায়ণের রচনাকাল : ব্যাকরণের জন্মকথা', ৫/৫, ভাদ্র ১৩১২; 'রামায়ণের রচনাকাল : শব্দবিচার', ৫/৬, আশ্বিন ১৩১২; 'রামায়ণের রচনাকাল : শব্দার্থবিচার', ৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১২;
'ব্রাহ্মণ', ৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১১;
'প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠা', ৫/১, বৈশাখ ১৩১২;
'সাহিত্য ও ব্যাকরণ', ৫/৪, শ্রাবণ ১৩১২;
'মর্ম্মচ্ছেদ', ৫/৭, কার্তিক ১৩১২;
'সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের বিশেষত্ব', (রাজশাহী নাট্যসমিতির বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার), ৬/৯, পৌষ ১৩১৩;
'ক্লাইব-কীর্ত্তিস্তম্ভ',(এটি সিরাজদ্দৌলার পরিশিষ্ট হতে বঙ্গদর্শন নবপর্য্যায়ে অক্ষয়কুমারের অভিপ্রায়ে মুদ্রিত), ৭/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪;
গৌড় কাহিনী, 'অবতরণিকা', ৭/৩, আষাঢ় ১৩১৪; 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন', ৭/৪, শ্রাবণ ১৩১৪; 'দেবকোট', ৭/৭, কার্তিক ১৩১৪; 'দেবকোটের পরিণাম', ৭/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৪; 'মুসলমান-রাজধানীর প্রথম প্রতিষ্ঠা', ৭/৯, পৌষ ১৩১৪; 'আত্ম-কলহ', ৭/১২, চৈত্র ১৩১৪; 'স্বার্থ-সমন্বয়', ৮/১, বৈশাখ ১৩১৫; 'স্বাধীনতা-লিপ্সা', ৮/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫; 'স্বাধীনতা-লাভ', ৮/৩, আষাঢ় ১৩১৫; 'স্বাধীনতা শাসন-সূচনা', (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রাজশাহীস্থ শাখা সভায় তৃতীয় দ্বিতীয় অধিবেশনে লেখক কর্ত্তক পঠিত), ৮/৫, ভাদ্র ১৩১৫; 'স্বাধীনতা শাসন-ব্যবস্থা', ৮/৬, আশ্বিন ১৩১৫।
'উত্তরবঙ্গের সাহিত্য সম্মিলন', ৮/৪, শ্রাবণ ১৩১৫;
'গৌড়-তত্ত্ব', ৮/৭, কার্তিক ১৩১৫;
'প্রাচ্য ভারত', ৮/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৫;

'লক্ষণ সেনের পলায়ন-কলঙ্ক', (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক অঙ্কিত টিত্রপট দর্শনে লিখিত ও রাজসাহী শাখা সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত), ৮/৯, পৌষ ১৩১৫; 'শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি (অবতরণিকা)', ৯/৯, পৌষ ১৩১৬; 'শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি, প্রথম পরিচ্ছেদ (ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের লক্ষ্য)', ৯/১০, মাঘ ১৩১৬; 'শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি (ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের লক্ষ্য)', ৯/১১, ফাল্গুন ১৩১৬; 'শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি (ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের লক্ষ্য)', ৯/১২, চৈত্র ১৩১৬।
'বরেন্দ্র-ভ্রমণ, পদুম-সহর', ১০/৯, পৌষ ১৩১৭; 'বরেন্দ্র-ভ্রমণ, চতুর্ভুজা', ১০/১০, মাঘ ১৩১৭; 'বরেন্দ্র-ভ্রমণ, সোণার-গৌরাঙ্গ', ১০/১১, ফাল্গুন ১৩১৭; 'বরেন্দ্র-ভ্রমণ, বিজয়নগর', ১১/১, বৈশাখ ১৩১৮।
'রিজিয়া', ১১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮;
'শাক্য-মত', ১১/৫, ভাদ্র ১৩১৮;
'তপন-দীঘি (বরেন্দ্র ভ্রমণ)', ১১/৬, আশ্বিন ১৩১৮;
'ভারত-শিল্পের মূলসূত্র', ১২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯;
'রামাবতী', ১২/১১, ফাল্গুন ১৩১৯; 'রামাবতী', ১২/১২, চৈত্র ১৩১৯; 'রামাবতী', ১৩/১, বৈশাখ ১৩১৯; 'রামাবতী', ১৩/৫, ভাদ্র ১৩২০; 'রামাবতী', ১৩/৬, আশ্বিন ১৩২০।

জাহ্নবী নবপর্য্যায়

'বাঙ্গালীর ইতিহাস', ৪/৬, আশ্বিন ১৩১৫;
'গৌড়-কাহিনী: স্বার্থ-সমন্বয়', ১/১, শ্রাবণ ১৩১৮; 'গৌড়-কাহিনী: স্বার্থ-সমন্বয়', ১/২, ভাদ্র ১৩১৮।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

'উত্তরবঙ্গের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান', (বগুড়ার সাহিত্য-সমিতির চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত), ৩/২, ১৩১৫;
'বাভ্রবী কায়া', ৩/৪, ১৩১৫;
'বোধীসত্ত্ব লোকনাথ', ৪/২, শ্রাবণ ১৩১৬;
'মাধাইনগর তাম্রশাসন প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য', (রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের লেখা 'মাধাইনগরে আবিষ্কৃত লক্ষণ দেবের তাম্রশাসন' 'প্রবন্ধ প্রসঙ্গে', ৪/৩, ১৩১৬), ৪/৪, ১৩১৬;
'গরুড়স্তম্ভ-লিপি', ৫/৩-৪, ১৩১৭।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (ঢাকা)

'বিশ্বকর্ম্মা', ১/১, বৈশাখ ১৩১৮;
'সারনাথ', ১/৫, ভাদ্র ১৩১৮;
'ধামেক স্তূপ (সচিত্র)', ১/৬, আশ্বিন ১৩১৮;
'গৌড় কবি মদন বাল সরস্বতী, ২/১, বৈশাখ ১৩১৯।

প্রশ্নোত্তর /ভাণ্ডার

উত্তর ৩/প্রশ্নোত্তর /ভাণ্ডার, ১/৭, কার্তিক ১৩১২;
প্রশ্ন : ১। মফস্বল স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি গভর্মেন্ট যে পরোয়ানা জারি করিতেছেন তৎসম্বন্ধে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ছাত্র ও ছাত্রগণের অভিভাবকদের কি কর্ত্তব্য ?
পুনর্মুদ্রিত : বঙ্গভঙ্গে জীবন ও জনমত/ ভাণ্ডার-সংকলন, হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নেতাজি ইনস্টিট্যুট ফর এশিয়ান স্টাডিজ, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৪১৮।
২। জাতীয় ধনভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহিত হইতেছে কিরূপে তাহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য?

নবজীবন, ৫/৯, পৌষ ১৩১২;
ভূমিকা [(রিয়াজ-উস-সালাতিন) ভূমিকার তারিখ ১লা ভাদ্র ১৩১২], রামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, অন্তঃপুর কার্য্যালয়, কলকাতা ২৬ জানুয়ারি ১৯০৬।
২০/প্রশ্নোত্তর। ভাণ্ডার, ২/১, বৈশাখ ১৩১৩
প্রশ্ন : বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির কর্ত্তব্য ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কোন সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে কি না ?

বঙ্গভাষা (আগরতলা)

'কাব্য-সমালোচনা', ১/৫, ভাদ্র ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ (১৩১০ বঙ্গাব্দ);
'গৌরাঙ্গ', (প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত *'গৌরাঙ্গ'* কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা), ১/৬, আশ্বিন ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ (১৩১০ বঙ্গাব্দ);
'তারাবাই', (দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত *'তারাবাই'* নাটকের সমালোচনা), ১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ (১৩১০ বঙ্গাব্দ);
'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ : রামায়ণ-গ্রীকমত', ১/৯, পৌষ ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ (১৩১০ বঙ্গাব্দ);
'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ : রামায়ণ–বৌদ্ধমত', ১/১০, মাঘ ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ (১৩১০ বঙ্গাব্দ);
'কর্পূর-মঞ্জরী', ২/৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১৪ ত্রিপুরাব্দ (১৩১১ বঙ্গাব্দ);
'রামায়ণ তত্ত্ব : রামবতার', ২/১০, মাঘ ১৩১৪ ত্রিপুরাব্দ (১৩১১ বঙ্গাব্দ)।

উপাসনা (কাশিমবাজার)

'রামায়ণ তত্ত্ব : তাড়কাবধ', ১/৪, পৌষ ১৩১১;
'রামায়ণ তত্ত্ব : অহল্যা উদ্ধার', ১/৫, মাঘ ১৩১১।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সঙ্কলন

'উপক্রমণিকা (গৌড়রাজমালা : রমাপ্রসাদ চন্দ)', রাজসাহী, ১৩১৯;
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত *'গৌড়-বিবরণ'*, ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড;
'ভূমিকা, প্রাচীন শিল্পপরিচয়', গিরিশচন্দ্র বেদান্ত, ভাদ্র ১৩২৯।

প্রতিভা (ঢাকা)

'মধ্যযুগে বঙ্গদেশ', (ঢাকা সাহিত্য পরিষদের ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ তারিখের বিশেষ অধিবেশনে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র প্রদত্ত বক্তৃতার 'সারমর্ম', যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত), ৬/৩, আষাঢ় ১৩২৩;
'ভূমিকা', (*প্রাচীন ভারত*, ৪র্থ খণ্ড, যোগিন্দ্রনাথ সমাদ্দার), মোরাদপুর (পাটনা), 'সমসাময়িক ভারত' কার্য্যালয়, পৌষ ১৩২৩।

পরিচারিকা (কোচবিহার)

'সন্ধি-বিচার', ১/৫, চৈত্র ১৩২৩।

ভারতবর্ষ

'ভারত-চিত্রচর্চ্চা', ১০/১/৪, আশ্বিন ১৩২৯;
'ভারত-শিল্পচর্চ্চার নববিধান', ১০/২/৩, ফাল্গুন ১৩২৯;
'বঙ্গ-ভাস্কর্য-নিদর্শন', ১০/২/৪, চৈত্র ১৩২৯;
'ভারত-চিত্রচর্চ্চার নববিধানের অন্তর-বাহির', ১০/২/৫, বৈশাখ ১৩৩০;

'পোলাও' (বেণোয়ারীলাল গোস্বামী প্রণীত *'পোলাও'* কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা), ১১/২/১, পৌষ ১৩৩০;
'আতঙ্ক-নিগ্রহ', ১৪/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩;
'শাক্যবুদ্ধ–বোধিদ্রুম', ১৬/১/৫, কার্তিক ১৩৩৫;
'ভৌগোলিক তথ্য', (রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য *'বাঙ্গালীর বল'* গ্রন্থ রচনাকালে ১৯১৭ সালে অক্ষয়কুমারের কাছে এই রচনাটি পেয়েছিলেন), ১৮/১/১, আষাঢ় ১৩৩৭।

আরতি

'নম স্তস্যৈ, কবিতা সঙ্কলন : বিমলাচরণ মৈত্রেয়', (৩০ ফাল্গুন ১৩৩৩ তারিখে লিখিত ভূমিকা), বঙ্কিমচন্দ্র মৈত্রেয়, রাজসাহী, চৈত্র ১৩৩৩।

কমলা (শ্রীহট্ট)

'শরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রসঙ্গে', ৩/১১-১২, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বিশেষ সংখ্যা, বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪।

বঙ্গবাণী

'পাহাড়পুর', (১৯২৩ সালের ১ মার্চ পাহাড়পুর খননকার্য আরম্ভকালে সমবেত জনমণ্ডলী সভায় লেখকের বক্তৃতার সারাংশ), ২/১/৩, বৈশাখ ১৩৩০।

বাঁশরী

'বিজয়া সম্মিলন', (জ্ঞানবিকাশ সমিতির প্রথম বার্ষিক বিজয়া সম্মিলনে অনিল কুমার সেন বি এ কর্তৃক গৃহীত সভাপতির মৌখিক বক্তৃতার সারাংশ), ১/৩০, ১ অগ্রহায়ণ ১৩৩০।

সচিত্র শিশির

'কান্তকবি রজনীকান্ত', (নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত *'কান্তকবি রজনীকান্ত'* গ্রন্থের সমালোচনা), ১/৭, ১৩ পৌষ ১৩৩০;
'অর্দ্ধেন্দুশেখর', ১/২৮, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১।

প্রাচী (ঢাকা)

'প্রাচ্যশিল্প সম্বর্দ্ধনা', ২/১/৩, ভাদ্র ১৩৩১।

নলিনী-সাহিত্য

'অক্ষয়কুমারের পত্র', কলিকাতা, ৭ ফাল্গুন ১৩৩৯, 'নলিনী-মঙ্গল'। ১২ ফাল্গুন ১৩৩০ তারিখে মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সংবর্ধনা উপলক্ষে ক্ষিতিশচন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা ২১/২/২৪ তারিখের পত্র।

আনন্দবাজার পত্রিকা

'সীতারাম রায়', ২৬/২০৪, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭;
'বরেন্দ্রবার্তা (রাজসাহী)', ২৯ ভাদ্র ১৩৫০ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।
'সমালোচনা'/দেবীযুদ্ধ ২য় সংস্করণ : শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, চৌহাট্টা (পোঃ শ্রীহট্ট) ১৩৫৪।

উত্তরা (বারাণসী)

'পত্র-সাহিত্য', ২৬/৩, ভাদ্র ১৩৫৮। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা অক্ষয়কুমারের তিনখানি চিঠি : ২৬/৭/১০, ২১/১/১৮, ২১/১/১৮।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

'পত্রাবলী : রবীন্দ্রনাথকে লিখিত', ১২/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩। ৬খানি চিঠি : ১৩০৫, ১৩০৫, ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮, ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮, ১৫/৯/৯৯, ১২/১২/৯৯;
'কান্তকবি', ২২/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৭২। রাজসাহী কলেজ অ্যাসোসিয়েশনে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ। 'মানসী' কার্তিক ১৩১৯ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

খ. ইংরেজি

Journal of the Asiatic Society of Bengal

'A New Copperplate Inscription of Lakshamana Sena', Vol. 69, No 1, 1900.
'Two Buddhist Stone Image from Malda', New Series, Vol. 7, 1911.

Modern Review

'Plassy', (June 23rd 1757), Vol. 2, No 1, July 1907.
'To The Ruins of Gour', Vol. 2, No 5, November 1907.
'Gour under the Hindus', Vol. 2, No 6, December 1907. [This paper is compiled from the writer's notes which were presented to Lord Curzon by Maharaja Surjakanta during His Excellencey's visit to the ruins of Gour in 1902.]
'Gour under Buddhists', Vol. 3, No 2, February 1908.
'Buddhism in Bengal-How it came to Disappear', Vol. 4, No 5. Whole No 23, November 1908.
'The Black Pagoda', Vol. 7, No 3, whole No 39, March 1910.
'The First Moslem Capital of Bengal', Vol. 7, No 4, whole No 40, April 1910.
'The Stones of Varendra', Vol. 7, No 6, whole No 42, June 1910.
'The Stones of Varendra II', Vol. 8, No 1, whole No 43, July 1910.
'The Stones of Varendra : The Mahananda-Doap', Vol. 11, No 6, whole No 66, June 1912.
'The Stones of Varendra : The Gruda-Stambha', Vol. 12, No 2, whole No 68, August 1912.
'The Stones of Varendra : A Monument of a Revolution', Vol. 12, No 3, whole No 69, September 1912.
'Monuments of Sanchi (A guide of Sanchi Books Discussion)', Vol. 24, No 2, whole No 140, August 1918.
'Reviews and Notices of Books', Vol. 24, No 2, whole No 140, August 1918.
'Taxila : A Meeting-Ground Of Nations', Vol. 24, No 5, whole No 143, November 1918.
'Reviews and Notices of Books', Vol. 28, No 3, whole No 165, September 1920.
'Sculpture of Bengal', Vol. 33, No 1, whole No 193, January 1923.
'Sudies in Sculpture of Bengal', Vol. 33, No 2, whole No 194, February 1923.
'II Deliverence from Bondage', Vol. 33, No 4, whole No 196, April 1923.
'III Slayingthe Secptic', Vol. 35, No 4, whole No 208, April 1924.
'Reviews and Notices of Books', Vol. 35, No 5, whole No 209, May 1924.

The Dawn and Dawn Society's Magazine

'Indian Art-Ideal and Indian Image-making : Views of Sj. Akshay Kumar Maitra/ Correspondence'. Vol. 15, No 4, Whole No 172, April 1912, Part 3, Section 1.

Bengal Past and Present

'The Black Hole' (Full Procedings of the Balck Hole Debate), Vol. 12, Pt. 1, Serial No 23, January- March 1916.

'Paharpur, A relic of Buddhism', Vol. 24, Pt. 1-2, Serial No 47-48, July-September 1922.

'A Forgotten Capital of Bengal', Vol. 27, Pt. 2, Serial No 54, April-June 1924.

'Historical Antiquities of Rashahi', Vol. 28, Pt. 1, Serial No 55, January-December 1924.

Rupam

'The River Goddes A Ganga', April 1921.

'The Aims and Methods of Painting in Ancient India', January-June 1923.

'The Lotus of Life', July 1923.

'Principles of Indian Painting (The Sin Limbs of Indian Painting ', July-December 1924.

'Indian Architecture according to the Silpa Sastra', 1928. Reviews, Calcutta Reviews, Vol. 28, No 2, September, 1928.

'A Rejoinder to Mr. Saksena, on Dr. P. K. Acharyya's book on Manasara', 1929.

Journal of the Varendra Research Museum (Rajshahi)

'A Note on Paharpur Mound', Vol. 6, 1980-81.

গ. প্রসঙ্গ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

১. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বংশ-পরিচয়', নগেন্দ্রনাথ বসু, *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, ব্রাহ্মণ-কাণ্ডের দ্বিতীয়াংশ*, কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৩৩৪। এই বংশ পরিচয় অক্ষয়কুমারের লেখা।

২. 'শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী, শান্তিকণা (ঢাকা)। ৩/৩-৪, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৮।

৩. 'কান্তকবি রজনীকান্ত', নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, বেঙ্গল বুক কোম্পানী, কলিকাতা ১৩২৮।

৪. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', সুধীরেন্দ্র সান্যাল, প্রজাপতি, ১৫/১০, মাঘ ১৩৩০।

৫. 'অক্ষয়কুমারের স্মরণে', নলিনীকান্ত ভট্টশালী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ২১/২/৬, মাঘ ১৩৩৬। 'ঢাকা সাহিত্য সমাজ' ও 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঐতিহাসিক সমিতি'তে প্রদত্ত বক্তৃতা।

৬. 'আমার দেখা মানুষ : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই', পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, শিক্ষাসেবক, শিলচর, কাছাড়, ৫/৪, শ্রাবণ ১৩৩৬।

৭. 'আচার্য্য অক্ষয়কুমারের স্মৃতি-পূজা' (স্মৃতিকথা সচিত্র), ক্ষিতিশচন্দ্র সরকার, প্রবাসী, ২৯/২/৬,চৈত্র ১৩৩৬।
৮. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়' (শোক-সংবাদ), জলধর সেন, ভারতবর্ষ, ১৭/২/৪, চৈত্র ১৩৩৬।
৯. 'অক্ষয়-বিয়োগে (কবিতা)', ভোলানাথ মজুমদার, ভারতবর্ষ, ১৭/২/৫, বৈশাখ ১৩৩৭।
১০. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী, ভারতবর্ষ, ১৭/২/৫, বৈশাখ ১৩৩৭।
১১. 'আচার্য্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, বেণু, ৪/১, বৈশাখ ১৩৩৭।
১২. 'স্মৃতির পূজা, (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়), রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, ভারতবর্ষ, ১৭/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭।
১৩. 'অর্ঘ : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাটার্য্য, প্রবর্ত্তক, ১৫/৫, শ্রাবণ ১৩৩৭।
১৪. 'অক্ষয়কুমার–ইতিহাসে ও কর্মজীবনে', তারাপদ ভট্টাচার্য্য, প্রবুদ্ধ ভারত, ১/৭, অগ্রহায়ণ ১৩৪০। পাটনা প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সভায় পঠিত।
১৫. 'সেকালের স্মৃতি', দীনেন্দ্রকুমার রায়, মাসিক বসুমতি, ১২/২/৩, পৌষ ১৩৪০।
১৬. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, বিশ্বকোষ : ২য় সংস্করণ, ১ম ভাগ, কলিকাতা ১৩৪০।
১৭. 'A Memoir of Akshoy Kumar Motra, C.I.F', Kshitish Chandra Sarkar ; Rajshahi College Magazine, Rajshahi, Vol. 29, No 1, February 1939.
১৮. মনীষী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ক্ষিতিশচন্দ্র সরকার, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০/৩২৯, ২৪ মাঘ ১৩৪৮। রাজশাহী সারস্বত সম্মেলনে অক্ষয় স্মৃতিবাসরে পঠিত।
১৯. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত, রচনাপঞ্জি, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৩/৩-৪,১৩৫৩।
২০. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রবাসী, ৪৭/১/৩, আষাঢ় ১৩৫৪; সচিত্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৫৪; সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৬৪।
২১. 'The Ancient Monuments of Varendra : Akshaya Kumar Maitreya', U. N. Ghoshal, Book Review, Modern Review, Vol. 44, No 2, Whole No 524, August 1950.
২২. 'Contribution to Art and Archaeology by Late Akshay Kumar Maitra', Kshitish Chandra Sarkar, Modern Review, Vol. 91, No 3, Whole No 543, March 1952.
২৩. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', নমিতা চক্রবর্তী, বসুধারা, ৫/২/৩, পৌষ ১৩৬৮।
২৪. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : জীবনকথা', সরসীকুমার সরস্বতী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৮/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮।
২৫. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : ঐতিহাসিক গবেষণার পথিকৃৎ', যোগেশচন্দ্র বাগল, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৮/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮; 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : ঐতিহাসিক গবেষণার পথিকৃৎ', শতবর্ষের আলোয় : অসীমা মৈত্র সম্পাদিত, চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ৩১ আষাঢ় ১৩৭৬, ১৬ জুলাই ১৯৬৯।
২৬. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : পাহাড়পুরের স্মৃতি', প্রফুল্লকুমার সরকার, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৮/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮।
২৭. 'ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার (কবিতা), যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, প্রবর্তক, ৪৬/১১, ফাল্গুন ১৩৬৮।

২৮. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভারতকোষ ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৭১।
২৯. 'ইতিহাস তপস্বী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', প্রবোধচন্দ্র সেন, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৩।
৩০. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', দীনেশচন্দ্র সরকার, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩৮৯।
৩১. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও বাংলা সাহিত্য', দিলওয়ার হোসেন, শিলাদিত্য নবপর্যায়, ৩/১৫, ১৭ ফাল্গুন ১৩৯০; Journal of the Varendra Research Museum, Vol. 7, University of Rajshahi, Rajshahi, 1985.
৩২. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : জীবন ও সাধনা', নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, রাজা রামমোহনপুর (দার্জিলিং), উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬। ভূমিকা দীনেশচন্দ্র সরকার।
৩৩. 'সেকালের স্মৃতি', দীনেন্দ্রকুমার রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৯৫।
৩৪. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৮৬১-১৯৩০', ফজলুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মাঘ ১৩৯৫, ফেব্রুয়ারি ১৩৯৫। জীবনী গ্রন্থমালা।
৩৫. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', সাইফুদ্দিন চৌধুরী, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ১১ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, চৈত্র ১৪০৯/মার্চ ২০০৩, পৃ. ৩৭৩।
৩৬. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বাংলা সাময়িকপত্রে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসচর্চা: পথিকৃৎ প্রবন্ধপঞ্জি', অশোক উপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, কলকাতা, আশ্বিন ১৪০৮/অক্টোবর ২০০১।
৩৭. 'বাঙালির ইতিহাসচর্চায় বাংলা: অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) এবং....ইতিহাসচিন্তার সূচনা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ বাংলা : ১৮৭০-১৯২২', শ্যামলী সূর, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০২।
৩৮. 'History of Bengal and A. K. Maitra', Rafiqul Islam, Journal of the Varendra Research Museum, Vol. 7, University of Rajshahi, Rajshahi, 1985.
৩৯. 'Aksay Kumar Maitra: A Pioneer in the History of Bengal', Kalyan Kumar Das Gupta, Journal of the Varendra Research Museum, Vol. 7, University of Rajshahi, Rajshahi, 1985.
৪০. 'Aksay Kumar Maitreya and Rabidranath Tagore-Sketch of a Scholarly Relationship', Bhavatosh Datta, Journal of the Varendra Research Museum, Vol. 7, University of Rajshahi, Rajshahi, 1985.
৪১. 'ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়: বিরল প্রতিভাধর বাঙালি', মো. সফিকুল ইসলাম, সোনার দেশ ঈদ সংখ্যা, ২০২১।

ইতিহাসের উপাদান ও প্রয়োগ

একজন ঐতিহাসিকের কাছে ইতিহাস গবেষণায় উৎস ও উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু তথ্য আবিষ্কার এবং তথ্য নির্বাচন করেই ইতিহাসবিদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তথ্য উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে ঐতিহাসিক সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যার দুটি দিক থাকে, একটি যুক্তির অন্যটি কল্পনার।[১৯] ইতিহাস শাস্ত্রের নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি নির্ধারণ এবং ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন, সেই সাথে ইতিহাস ও সাহিত্যের নিগুঢ় যোগসূত্র অক্ষয়কুমারের ইতিহাস ভাবনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুত ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, রমাপ্রসাদ চন্দ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

প্রমুখ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধান এবং গবেষণায় বাংলা ও ভারতবর্ষের জাতিতাত্ত্বিক ভিত্তি নির্ধারণের একটি প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[২০] এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার সমসাময়িক ইতিহাস গবেষকদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর লেখা *সমরসিংহ*, *সিরাজদ্দৌলা*, *সীতারাম রায়*, *Gaur under the Hindus, মীরকাসিম*, *A Short History of Natore Raj, গৌড়লেখমালা*, *ফিরিঙ্গি বণিক*, *অজ্ঞেয়-বাদ*, *Ancient Monuments of Varendra (North Bengal), ভারতশিল্পের কথা*, *গৌড়ের কথা*, *উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ*, *The Fall of Pala Empire* এবং *রাণী ভবানী* ইত্যাদি গ্রন্থগুলোতে এবং বেশকিছু প্রবন্ধে ইতিহাসের আঁকর তথ্য স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে *গৌড়লেখমালা Ancient Monuments of Varendra (North Bengal)* গ্রন্থ দুটি বাংলার ইতিহাসের প্রথম পাথুরে প্রমাণভিত্তিক ইতিহাসগ্রন্থ। তাছাড়া *সমরসিংহ*, *সিরাজদ্দৌলা*, *সীতারাম রায়*, *রাণী ভবানী* প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে ইতিহাসের মৌলিক উপাদানের পাশাপাশি পাঠক সাহিত্যের রস আস্বাদনেও বঞ্চিত হন না। আবার *ভারতশিল্পের কথা*, *গৌড়ের কথা*, *ফিরিঙ্গি বণিক* গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দিগন্ত বিস্তৃত জ্ঞানের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

ভারত ও বাংলার ইতিহাসের উপাদান বহু বিচিত্র ধরনের। অক্ষয়কুমার তাঁর গবেষণাকর্মে প্রধানত দু'টি ধারা থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। প্রথমত, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস (শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা, স্থাপত্য নিদর্শন প্রভৃতি) এবং দ্বিতীয়ত, প্রাচীন গ্রন্থ ও সাহিত্য (বেদ, পুরাণ, সমকালীন ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থরাজি) উৎস। ইতিহাসের বিভিন্ন শাখায় অক্ষয়কুমার সমতালে বিচরণ এবং বহুমুখী উৎস, উপাদান প্রয়োগে তিনি নিরলস পরিশ্রম করতেন। বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ছাড়াও সংস্কৃত ভাষায় অক্ষয়কুমার সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত লিপির পাঠোদ্ধারে তিনি ছিলেন দক্ষ। প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করে ইতিহাসের তথ্য উদ্ধারকল্পে তিনি সমগ্র বাংলার তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইমারত, মন্দির, মসজিদ, প্রাচীন শহর, ধ্বংসস্তূপ, ভাস্কর্য প্রভৃতি পরিদর্শন করেছেন এবং অসংখ্য শিলালিপি, তাম্রলিপি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইতিহাসের তথ্য প্রয়োগে অক্ষয়কুমার ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। প্রাপ্ত প্রতিটি তথ্যকে যুক্তি দিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে, যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষণ করে তিনি সমকালীন শাসকদের শাসনকাল, আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণের প্রয়াস চালিয়ে রচনা করেন *'গৌড়লেখমালা'* গ্রন্থ। বাঙালি জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে অক্ষয়কুমার বিভিন্ন গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করে ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারে তিনি একনিষ্ঠ ইতিহাসবিদের ভূমিকা পালন করেছেন। অক্ষয়কুমার বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের বিবরণও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের রচিত গ্রন্থ ও উদ্ধৃতি ব্যবহার করে যুক্তিনির্ভর ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

ইতিহাস চিন্তা, চিন্তাগত প্রভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি

আর্থ-সামাজিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা, ক্ষেত্রানুসন্ধান, ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্বে মনোনিবেশ, ঐতিহাসিক স্থানে উৎখনন পরিচালনা, শিলালিপি ও মুদ্রার পাঠোদ্ধার, স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্য শিল্প নিয়ে ভাবনা প্রভৃতি বহুমাত্রিক ধারায় পরিচালিত ইতিহাস গবেষণা ও অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছিল অক্ষয়কুমারের ইতিহাস দৃষ্টি ও দর্শন। সমকালীন ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এবং বিদ্বৎ সমাজের ভাবনা তাঁর মানসলোকের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

রাজশাহীতে আইন ব্যবসাকালীন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সাথে সম্পৃক্ত থেকে অক্ষয়কুমার ইতিহাস চর্চায় নিজেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখেন। আমৃত্যু নৃ-তত্ত্ব ও ইতিহাস চর্চায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বাংলার ইতিহাস সম্পর্কিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলিই অক্ষয়কুমারকে ইতিহাসচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে এবং ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পরোক্ষ প্রেরণা জোগায়। ১৩০৪ সালে অক্ষয়কুমারের উদ্যোগে রাজশাহীতে একটি রেশমশিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তার অল্পকাল পরেই (১৩০৫) রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসে কিছুকাল সপরিবারে বসবাস করেন এবং নানারকম পল্লী-উন্নয়নকার্যে মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে অক্ষয়কুমারের উৎসাহে তিনিও রেশমশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন। অক্ষয়কুমারও তাঁর কাছ থেকে কম উৎসাহ পাননি। এ সময়েই রবীন্দ্র-সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় (১৩০৫ আষাঢ়-অগ্রহায়ণ) *'পট্টবস্ত্র'* ও *'এণ্ডি'* নামে অক্ষয়কুমারের দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ রচনা সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথেরই প্রবর্তনার ফল।[২১] ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার পেছনে মনীষী রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও কার্যকর ভূমিকা ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

সমকালে ইতিহাস চর্চা হতো প্রাচীন পদ্ধতিতে। পুরনো কাহিনী, উপাখ্যান, বংশাবলি, কুলজি, ঘটকের পুঁথির উপর নির্ভর করে ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। এই ধারার ঐতিহাসিকদের মধ্যে ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ। কিছু নবীন ঐতিহাসিক কেবলমাত্র এসব তথ্যের উপর নির্ভর না করে এর সঙ্গে মুদ্রা, শিলালেখ, তাম্রশাসন প্রভৃতির বিচার-বিশ্লেষণ করে ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন। এ অভিযাত্রী দলে ছিলেন রমাপ্রসাদ চন্দ এবং তাঁর সুহৃদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমূখ।[২২] বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অন্যতম সৌখিন পুরাতাত্ত্বিক অক্ষয়কুমারের পুরাতত্ত্বের প্রতি যে অদম্য আকর্ষণ ছিল, তা অনেকটাই পূরণ হয়েছিল জন মার্শাল ও বেভারিজের প্রচেষ্টায়। তিনি স্ব-উদ্যোগে পাহাড়পুর, মান্দৈল প্রভৃতি স্থানে খননকাজ চালিয়ে প্রচুর প্রাচীনমূর্তি ও শিলালিপি সংগ্রহ করেন। রাজেন্দ্রলাল আচার্যের মতে, এ সময় বগুড়ায় তাদের পারস্পরিক আলোচনায় এই অনুসন্ধান এবং প্রাপ্ত নিদর্শন সংরক্ষণের কথা বারংবার উঠে আসে। কুমার শরৎকুমার রায় বলেছেন, '১৯১০-এর জুন মাসে বগুড়ার খঞ্জনপুরে তাঁদের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে তাঁকে সভাপতি, অক্ষয়কুমারকে ডিরেক্টর এবং রমাপ্রসাদ চন্দকে সম্পাদক করে একটি সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়।'[২৩] ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের পর অক্ষয়কুমার, শরৎকুমার ও রমাপ্রসাদ নিকটবর্তী পুরাকীর্তি ঘুরে দেখেন। পরে ফিরে এসে ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে কুমার শরৎকুমারের নেতৃত্বে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামকমল সিংহ এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র অনুসন্ধানী দল গঠিত হয়।[২৪] তাঁরা রাজশাহীর দেওপাড়া, পালপাড়া, চব্বিশনগর, মান্দৈল, কুমুরপুর, বিজয়নগর, খেতুর, জগপুর, মালঞ্চ প্রভৃতি প্রত্নস্থল ঘুরে ৩২খানি দুষ্প্রাপ্য পুরানিদর্শন সংগ্রহ করেন। কিন্তু পুরাবস্তুগুলোর সংরক্ষণ একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা মিউজিয়ামে এগুলো নেয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু রমাপ্রসাদ চন্দ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রাজশাহীতে পুরাবস্তুগুলো রেখে এ অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত করা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন।[২৫] কুমার শরৎকুমার রায় ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও রমাপ্রসাদের মতকে সমর্থন করেন। ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও জাদুঘর' এবং কুমার

শরৎকুমার রায় ও রমাপ্রসাদ চন্দ দার্জিলিং-এ অবস্থানরত বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের (১৯১২-১৯১৭) সাথে সাক্ষাৎ করে সমিতির কার্যক্রমসহ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অবহিত করে তাঁর সহানুভূতি ও অনুমোদন প্রার্থনা করেন।[২৬] এই প্রেক্ষিতে লর্ড কারমাইকেল ১৯১২ সনে রাজশাহী আগমন করলে তাঁর সম্মানে জাদুঘরের নিমিত্তে সংগৃহীত সকল প্রত্নসম্পদের এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। লর্ড কারমাইকেল সমিতির সংগৃহীত দুর্লভ প্রত্নসম্পদগুলো দর্শনে মুগ্ধ হন এবং ১৯১৩ সনের ১৪ ফেব্রুয়ারি এক পত্র দ্বারা (পরিপত্র নং ১১, তাং ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩) রাজশাহীতে বেসরকারি উদ্যোগে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' প্রস্তাবিত জাদুঘর নির্মাণের জন্য প্রাচীন ভাস্কর্য ও প্রত্নসামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের অনুমতি দেন।[২৭] এই নির্দেশ দ্বারা রাজশাহীর 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও জাদুঘর' আইনগত বৈধতা অর্জন করে এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি রেজিষ্ট্রিকৃত হয় ১৯১৪ সালে, ১৮৬০ সালের সমিতি আইন অনুযায়ী।[২৮] এই সমিতির প্রথম সভাপতি কুমার শরৎকুমার রায়, পরিচালক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং সম্পাদক নিযুক্ত হন রমাপ্রসাদ চন্দ।[২৯] ১৯১০ সালে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও জাদুঘর' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সংরক্ষণের জন্য রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরির দু'টি কক্ষ সাময়িকভাবে ভাড়া নেওয়া হয়।[৩০] মিউজিয়ামটির বর্তমান নাম *'Varendra Research Society and Museum'*।[৩১] ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ১৯ বছর ধরে জাদুঘরটির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হয়। অবশেষে ১৯৬৪ সালের ১০ অক্টোবর ড. এ. আর. মল্লিকের প্রচেষ্টায় উপাচার্য ড. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ জাদুঘরটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করেন।[৩২] ১৯৬৪ সালে জাদুঘরটি যে সভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাতে তৎকালীন উপাচার্য ড. মমতাজ উদ্দিন আহমদ ও জাদুঘরের কিউরেটর ড. এ. আর মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। সরকারের পক্ষে ছিলেন রাজশাহীর ডেপুটি কমিশনার পি. এ. নাজির। ঐ হস্তান্তর দলিলে মিউজিয়ামের তৎকালীন এ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটর ড. এম. শমসের আলীও স্বাক্ষর করেছিলেন। *গৌড়লেখমালা* গ্রন্থে অক্ষয়কুমার প্রথম পাল ও সেন রাজাদের পাথুরে প্রমাণযুক্ত প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেন। অক্ষয়কুমারের ইতিহাস চর্চা ইতিহাসের উপকরণের মতই মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত।

সীমাবদ্ধতা

একজন ইতিহাসবিদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে তার স্বকীয় চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন যেমন স্বাভাবিক, তেমনি একটি যুগের সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে তাঁর অবস্থান বিধায় যুগধর্মের প্রভাবে আলোড়িত হওয়া অনিবার্য। অক্ষয়কুমারের যুগে ভারতবর্ষে চলছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ার। তিনি এই আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে সরকারি চাকুরি না করলেও এইচ. বেভারিজ, কোলব্রুক, জন মার্শালের মত ইংরেজ সিভিলিয়ানের সংস্পর্শে থাকার কারণে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ছিলেন দুর্বল। তিনি তাঁর *সিরাজদ্দৌলা* গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন হেনরী বেভারিজকে, সূচনায় উদ্ধৃত করেছিলেন ম্যালেসনকে। তাঁর *গৌড়লেখমালা*-র শুরুতে আছে কোলব্রুক-এর উদ্ধৃতি। *সিরাজদ্দৌলা* গ্রন্থখানি হেনরী বেভারিজকে উৎসর্গের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে ইংরেজ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। তাঁর ইতিহাস গবেষণার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন বাংলা ও ভারতের

ইতিহাস রচনায় অক্ষয়কুমারের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং দর্শনের দিকে। জাতিগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস তাঁর আলোচনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে সেন বংশ পর্যন্ত তাঁর ইতিহাস গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখার কারণে ইতিহাসের কঙ্কালে স্থানে স্থানে রক্তমাংস সংযোজিত হতে পারেনি, আলোচনা নিরস ও অন্থিসার হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বাংলার প্রাচীন ইতিহাস রচনায় অক্ষয়কুমার ফার্সি পাণ্ডুলিপি ও সূত্র এবং সাহিত্যের পরিবর্তে মুদ্রা ও শিলালিপির উপর নির্ভর করেছেন। মুসলিম আক্রমণকারীদের কাছে পরাজয় তাঁকে আপাত দৃষ্টিতে ব্যথিত করেছিল।[৩৩] আবার সিরাজদ্দৌলা ও মীর কাসিম-এর চরিত্র হননে পশ্চিমাদের হীন চক্রান্তকে তিনি নস্যাৎ করে দেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনকে দেখেছেন শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে। ফলে খুব নিরপেক্ষভাবে তিনি ইতিহাস মূল্যায়নে বাধাগ্রস্থ হয়েছেন।

সামগ্রিক মূল্যায়ন

অবিভক্ত বাংলায় বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার ছিলেন পথিকৃৎ। বিশ শতকের বাঙালি ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনি ইতিহাস গবেষণায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। প্রাচীন মুদ্রা, শিলালেখ, তাম্রশাসন প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করে ইতিহাস পুনর্গঠনে যে ক'জন নবীন ঐতিহাসিক কাজ শুরু করেছিলেন, সেই অভিযাত্রী দলে ছিলেন–কুমার শরৎকুমার রায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সুদীর্ঘ গবেষণার ফসল রমাপ্রসাদ চন্দের *গৌড়রাজমালা* (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত) এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর *গৌড়লেখমালা* গ্রন্থ। সম্ভবত বরেন্দ্রমণ্ডলের ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্যভিত্তিক প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ এ দু'টি।[৩৪] এছাড়া বাংলার প্রত্নতত্ত্বের বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও কাল বিভাজনের আলোকে ইতিহাস লিখে তিনি সমকালীন পণ্ডিতমহলে সমাদৃত হয়েছিলেন। ক্ষেত্রানুসন্ধান, সর্বক্ষণের উদ্যোগ, মন্দিরের পুনর্নির্মাণ সর্বোপরি একটি উন্নতমানের শিল্পধারাকে শনাক্তকরণের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন তিনি।[৩৫] সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিচারে, পাণ্ডিত্যের মানদণ্ডের আলোকে, কাজের পরিধি ও ব্যাপকতায় অক্ষয়কুমার ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসবিদ। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, লেখমালা, শিল্প ও সাহিত্য রচনা প্রভৃতি বহুমাত্রিক পথে পরিচালিত তাঁর কর্মযজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশ ও স্বজাতির অতীত ইতিহাস উদ্ধার, গৌরবময় অতীতকে জাতির সামনে প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান। যদিও আত্মবিস্মৃতি বাঙালির একটি চিরকালীন দুর্ভাগ্য, অন্যথায় এই কৃতি জ্ঞানতাপস বাঙালি জাতির মেধাশক্তির প্রতীক হিসেবে সমাজে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

তথ্যসূচি:

---

১ দীপেশ চক্রবর্তী, *ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩০

২ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, ১১ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩৭৩

৩ অক্ষয়কুমার নিজেই লিখেছেন, 'আমরা বারেন্দ্র শ্রেণির রোহিলা পটির কুলীন। রাজসাহীর বৈদ্যনাথ বাগচী সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। আমার মাতা তাঁহারই কন্যা। আমরা রাজসাহীর অন্তর্গত গুড়নই গ্রামের মৈত্রেয় বংশ।'–নগেন্দ্রনাথ বসু, *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস: বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, ব্রাহ্মণ-কাণ্ডের দ্বিতীয়াংশ*, কলিকাতা, ১৩৩৪, পৃ. ১৮১-১৮৬

৪ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *বাঙ্গলা ভাষার লেখক*, প্রথম, জন্মভূমি, ৭/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪, পৃ. ১৮৯-১৯০; উৎসাহ (রাজসাহী), ১/১০, মাঘ, ১৩০৪, পৃ. ২৯৯-৩০৩

৫ সমীর পাত্র ও অরিন্দম চক্রবর্তী সম্পাদিত, *ইতিহাস ও সাহিত্য: প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার*, তমলুক ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র, আশাদীপ, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২০

৬ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৯

৭ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *ইতিহাস চিন্তা*, *দে'জ* পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৪৯

৮ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *ভারতশিল্পের কথা*, ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের ভূমিকা সংবলিত, সাহিত্যলোক, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৮৯, পৃ. ৩

৯ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা*, দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ১১

১০ ফজলুল হক, *অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৯, পাদটিকা, পৃ. ৩১

১১ *বঙ্গদর্শন নবপর্য্যায়*, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪

১২ *ভারতবর্ষ*, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৩৮

১৩ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, '*গৌড়লেখমালা*, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, রাজশাহী, ১৯১২, পৃ. সূচিপত্র

১৪ রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে *গৌড়রাজমালার* দুই খণ্ডের প্রাপ্তি স্বীকার আছে। চিঠির তারিখ ১৩২০ (১৯১৩ খ্রি.)। রবীন্দ্রনাথ রমাপ্রসাদ চন্দকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ খুব আনন্দিত হয়ে এই অসাধারণ বইখানির জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। দেখুন, সমীর পাত্র ও অরিন্দম চক্রবর্তী সম্পাদিত, *ইতিহাস ও সাহিত্য: প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার*, তমলুক ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪৭

১৫ সাইফুদ্দিন চৌধুরী, *রমাপ্রসাদ চন্দ*, *জীবনীগ্রন্থমালা-১২*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৯-৩০

১৬ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, *প্রথম খণ্ড*, জেনারেল, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, সাত।

১৭ *মানসী ও মর্ম্মবাণী*, ফাল্গুন, ১৩৩৪

১৮ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *রচনা সংগ্রহ*, রাজনারায়ণ পাল সম্পাদিত, পারুল, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩২৯

১৯ অশীন দাসগুপ্ত, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২৭

২০ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৭৫

২১ সমীর পাত্র ও অরিন্দম চক্রবর্তী সম্পাদিত, *ইতিহাস ও সাহিত্য: প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার*, তমলুক ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২২

২২ *ঐ*, পৃ. ২৮

২৩ ড. মো. আতাউর রহমান, *বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, মো. মাহবুবর রহমান সম্পাদিত, *রাজশাহী মহানগরী : অতীত ও বর্তমান*, *প্রথম খণ্ড*, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী, ২০১২, পৃ. ৩৩৯

২৪ ড. মো. আব্দুল মতিন, *ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ : জীবন ও কর্ম*, রিসার্চ জার্নাল, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০২০, পৃ. ৬৯

২৫ কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস*, *প্রথম খণ্ড*, গতিধারা, ২০০৭, পৃ. ১১০

২৬ কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, '*রাজশাহীর গৌরব বরেন্দ্র জাদুঘর : ইতিহাস ও স্থাপত্যশৈলী*', অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সার্ধশত জন্মবার্ষিকী ও বরেন্দ্র জাদুঘর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, রাজশাহী, ২০১৩, পৃ. ২৫

২৭ Mukhlesur Rahman, *'Seventy-one years of the Varendra Research Museam'*, Seminar of A. K. Maitra and Archaeological Studies in Bengal, Director,

Varendra Research Museum, Rajshahi, 1982, p. c/2.

২৮ মোঃ আতাউর রহমান, *বাংলাদেশে প্রথম গবেষণা জাদুঘর*, ইতিহাস অনুসন্ধান ১৫, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৯৫৫; সমীর পাত্র ও শেখর ভৌমিক সম্পাদিত, *অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় স্মারক গ্রন্থ*, ইতিহাস বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ, আশাদীপ, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, ২০১২, দেখুন, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর লেখা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

২৯ রমাপসাদ চন্দ সমিতির জন্মলগ্ন থেকে যতদিন রাজশাহীতে ছিলেন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদক ছিলেন। আর অক্ষয়কুমার ছিলেন এর পরিচালক। দেখুন, *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৯৭

৩০ Mukhlesur Rahman, *The Varendra Research Society in Modern Bengal*, edited by S. A. Akanda, IBS Seminar, Rajshahi University, vol. 2, 1978, p. 250.

৩১ Firoz Mahmud and Habibur Rahman, *The Museums in Bangladesh*, Bangla Academy, Dhaka, 1987, p. 116.

৩২ বরেন্দ্র জাদুঘরের প্রাচীন নিদর্শন সংখ্যা ৮২৯৬টি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে–পাথরের মূর্তি ও ভাস্কর্য ১২০৩টি, ধাতব মূর্তি ৭০টি, কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তি ৪টি, কাদামাটির মূর্তি ৪টি, কামান ৪টি, খোদাই করা ইট ২১১টি, পোড়ামাটির ফলক ৪২টি, চকচকে বা কাঁচ বসানো টাইলস ২৯টি, শিলালিপি ১৭টি, টেরাকোটা লিপি ২৩টি, তাম্রফলক ১০টি, দলিল ৪টি (কাগজের), ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত উপকরণ (ধাতব) ১০১টি, অলংকরণ ৫০টি, মূদ্রা ১০০০টি (বিভিন্ন যুগের), পোশাক-পরিচ্ছদ ৪টি, এছাড়া প্রাপ্ত সামগ্রীর মধ্যে আরও ছিল ছাপানো সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ৩৪৪৬টি এবং বাংলা পাণ্ডুলিপি ১২২৩টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেখুন, Mukhlesur Rahman, *Sculpture in the Varendra Research Museum A Descriptive Catalogue*, Varendra Research Museum, University of Rajshahi, 1998; *The Varendra Research Museum Lybrary's Accession books-5*, 20.01.2000, Rajshahi.

৩৩ দেখুন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'লক্ষণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক' ও 'কলঙ্কভঞ্জন', সমীর পাত্র ও অরিন্দম চক্রবর্তী সম্পাদিত, *ইতিহাস ও সাহিত্য : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮-১৩২ এবং পৃ. ১৩৩-১৩৫।

৩৪ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *রচনা সংগ্রহ*, রাজনারায়ণ পাল সম্পাদিত, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. xx.

৩৫ *ইতিহাস অনুসন্ধান ১৫*, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৯৩।